শ্রীশ্রীরাধাবিনোদদেবো জয়তি।

শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা।

কালিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশসম্ভূত

শ্রীবৃন্দাবণ্যনিবাসি পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ গোস্বামি প্রভু কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও অনুবাদিত।

সংসার সিন্ধু মতিদুস্তর নিস্তিতীর্ষো
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথা রস নিষেবন মন্তরেন
পুংসোভববিবিধ দুঃখ দবার্দ্দিতস্য ॥

তাড়াশ ভূপতি বৈষ্ণব প্রতিপালক সদ্ভক্তি সংরক্ষক শ্রীরাধাকুণ্ডনিবাসি
শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ সেবা পরায়ণ পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাজর্ষি
বনমালি রায় বাহাদুরের সাহায্যে

শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীবৃন্দাবন ধাম।
শ্রীদেবকীনন্দন প্রেসে মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯৫৮।

মূল্য ৬/০ আনা মাত্র।

বিজয় বৈজয়ন্তী

স্বরূপ এই

"শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা"

চ, নিখিলব্রজবৈষ্ণবোপজীব্য, শ্রীরাধাকুণ্ড-
ধাবিনোদসেবা-নির্বৃত হরিলীলারসার্ণব
নিমগ্ন পরমভাগবত শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজর্ষি

বনমালি রায় বাহাদুর মহাশয়ের করে

সাদরে সম

কলিপাবনাব

ভুমিকা।

[illegible]কার চন্দ্রিকা, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর করুণোপজীবি [illegible] সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য অত্যুজ্জ্বল রত্ন। এই চতুঃকুতুহলাত্মক [illegible] কাব্য, যিনি যে প্রকারের ব্যক্তি হউক না কেন? মনোযোগের [illegible]কার পাঠ করিলেই তাঁহার, হৃদয় কুতুহলাক্রান্ত হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজরাজনন্দনে যাঁহাদের প্রীতি বিশেষ আছে, এবং তাঁহার মধুররসময় পরম সুমধুর লীলামৃত সরোবরে যাঁহাদের মন মগ্ন হইয়াছে, তাঁহাদের এই "চমৎকার চন্দ্রিকা" জীবন সর্ব্বস্ব।

শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব অবগত হইলে কৃষ্ণলীলার যেমন সর্ব্বতোভাবে মধুরত্ব অনুভূত হয়, এইরূপ অতত্ত্বজ্ঞদিগের সম্বন্ধে কোন প্রকারে হইবার সম্ভব নাই।

সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ হ্লাদরূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং আহ্লাদ লাভ করেন, এবং স্বীয় ভক্তগণে আহ্লাদ প্রদান করেন, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনীশক্তি, সেই হ্লাদিনীশক্তি স্বরূপা শ্রীব্রজদেবীগণ, সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর ও তদীয় হ্লাদিনী শক্তিগণের পরস্পরের প্রতি সপ্রেম ব্যবহারের নাম লীলা। যদিচ ভগবল্লীলা যথাযথ বোধ ভগবদ্ভজন পরায়ণ বিশুদ্ধ জনের অভিজ্ঞ-শ্রীগুরুপাদ প্রসাদ ব্যতীত কোনরূপেই হয় না। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রথম রসময়ী লীলা সমূহের মণিমন্ত্র মহৌষধির ন্যায় কোন মহীয়সী শক্তি আছে, যদ্দ্বারা হৃদ্রোগি-ব্যক্তির মধুর রসের লীলানুশীলনে হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয়, চমৎকারচন্দ্রিকা যখন প্রথমরসের শ্রীকৃষ্ণলীলার মাধুরীবোধক উৎকৃষ্ট কাব্য, নিরন্তর শ্রদ্ধার (আস্তিক্য বিশ্বাসের) সহিত অনুশীলন [illegible] তাহাতে সন্দেহ কি? এই নিমিত্ত শ্রদ্ধাবান্ [illegible] কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ও কৃষ্ণলীলায় যাঁহার [illegible] পার্ষদ হইলেও দূর হইতে দূরে থাকুন, তাঁহার [illegible]তে [illegible]তম।

[illegible]য়ের অসীম কবিত্ব, অপূর্ব্ব রসিকতা, ও সহৃদয়তা, [illegible] হয়, এতাদৃশ গ্রন্থ রচনা করা অন্যের দুঃসাধ্য,

...চন্দ্রিকার অনুকরণে "শ্রীরাধামাধবোদয়" নামক একখানি ...য় পয়ারাদিচ্ছন্দে লিখিত গ্রন্থের প্রচার আছে, গ্রন্থ খানি "রাম-...দন" রচয়িতা শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশ ভূষণ পরম পণ্ডিত মহাকবি ৺ শ্রীপাদ রঘুনন্দন গোস্বামি মহাশয়ের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, "রাধামাধবোদয়ে অশ্লীলতা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও রসাভাষ, যে পরিমানে লক্ষিত হয়, তাহাতে যে লেখনীর মুখ হইতে "রামরসায়ন" নিঃসৃত হইয়াছেন, সেই লেখনী প্রসূত বলিয়া "রাধামাধবোদয়" কোনরূপে বোধ হয় না, যাহা হউক আমরা এক্ষণে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া "চমৎকার চন্দ্রিকা" প্রকাশ করিলাম, যদিচ সংস্কৃত মূলগ্রন্থে যেরূপ শব্দ শ্লেষ ও ধ্বনি ধন্বন্তর থাকে, ভাষান্তরিত হইলে সেইরূপ থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি যতদূর সম্ভব, শ্লেষাদি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং মূল, চমৎকার চন্দ্রিকার কোন টীকা নাই এই জন্য একটী অন্বয় মুখে ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষিপ্ত টীকা সহ মূলগ্রন্থ প্রকাশ করা হইতেছে।

পরিশেষে হর্ষের সহিত স্বীকার করিতেছি, আট টীকাসহ শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশক এবং শ্রীবৃন্দাবনস্থ দেবকীনন্দন প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীভগবদ্ভক্তি পরায়ণ শ্রীশান্তিপুর নিবাসি বারেন্দ্র বিপ্র শ্রীলশ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি মহাশয়ের আগ্রহে এবং শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর মহাশয়ের ব্যয়ে চমৎকার চন্দ্রিকা মুদ্রিত ভাষান্তরিত হইল। সাধারণ লোকে অনায়াসে ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে পারিবেন, বলিয়া অতি অল্প মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র নির্দ্ধারিত করা হইল। ১৮ই আশ্বিন, শকাব্দাঃ ১৮২১।

শ্রীরাধিকানাথ শর্ম্মা।
শ্রীবৃন্দাবন, কেশীঘাট।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রঃ ।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা ।

——○:*:○——

প্রথম কুতূহল ।

যত্ কারুণ্যং শুচিরস-চমত্কার-বারাং নির্ধারেতা
নৃভ্যো রাধা-গিরিবর-ভৃতোঃ স্পর্শয়ে ত্তর্ষয়েচ্চ ।
তস্যৈবৈকং পৃষতমচিরাল্লব্ধুমাশাক্ষিদানৈঃ
সোঽব্যাত্ ন্মৃত্যোর্দর্শন বিততেঃ কৃষ্ণ-চৈতন্যরূপঃ ।

যাঁহার করুণা,মনুষ্যদিগকে শ্রীরাধা গিরিবরধরের শুচিরসরূপ চমৎকার সাগর স্পর্শ করাইয়া থাকে, অর্থাৎ যাঁহার করুণা হইলে মনুষ্যের মন, শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অপার ও অগাধ শৃঙ্গার-রস-সাগর স্পর্শ করে, এবং তন্নিমিত্ত তৃষ্ণাতুর হয়, অর্থাৎ জল-পিপাসু ব্যক্তি যেমন জলের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়, এইরূপ যদীয় করুণা-লব্ধ-ব্যক্তিগণ, শ্রীরাধা কৃষ্ণের উজ্জ্বল রসময়ী লীলা শ্রবণাদি-নিমিত্ত ব্যাকুল হয়, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব, উজ্জ্বল রসরূপ চমৎকার সাগরের একবিন্দু লাভ করিবার নিমিত্ত আশা নয়ন দানে, মৃত্যু-নক্রের দশন বিততি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন্ ।

এক দিন প্রাতঃকালে শ্রীব্রজরাজ-মহিষী, একটি পেটিকার মধ্যে বস্ত্রাদি নানাবিধ বিলাসের দ্রব্য রক্ষা করিতেছেন, এমন

সময় শ্রীকৃষ্ণ, আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মাতঃ! প্রাতঃকালে আপনি কি করিতেছেন?

জননী কহিলেন—বৎস! একটি পেটিকা সাজাইতেছি,

কৃষ্ণ কহিলেন। জননি! যত্নপূর্ব্বক এই পেটিকার মধ্যে কি রাখিতেছেন?

জননী। হে পুত্র! তোমার তাহা শুনিয়া প্রয়োজন কি? তুমি তোমার প্রণয়ি-শিশুগণের সহিত গৃহের বাহিরে গিয়া খেলা কর।

কৃষ্ণ কহিলেন। হে জননি! আমার বড়ই জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আপনার বলিতে হইবে, যদি না বলেন,তাহা হইলে পেটিকা আমি লইয়া যাইব?

জননী কহিলেন—বৎস! এই পেটিকার মধ্যে অঙ্গানুলেপনের নিমিত্ত চন্দন কর্পূর পদ্ম-পরাগ মৃগনাভি ও কুঙ্কুম নিহিত করিলাম, এবং বেষের নিমিত্ত কাঞ্চী-কুণ্ডল কঙ্কন এবং অনুপম বৈদুর্য্য মণি হরিণ্মণি মুক্তা এবং পরিধেয় বহুমূল্য বসন সমূহ নিহিত করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে মাতঃ! এই পেটিকার মধ্যে যাহা যাহা রক্ষা করিলেন, ইহা কি আমার জন্য? কিম্বা বলরামের জন্য?

জননী কহিলেন—হে নন্দন! বলিতেছি শ্রবণ কর যে পেটিকা তোমার জন্য প্রস্তুত করাইয়াছি, তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক বড়, এবং বহুমূল্য মণি ও বসন তাহাতে রাখিয়াছি, সেইরূপ বলরামের জন্য আরও একটী প্রস্তুত করাইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে জননি! যদি আপনি এই পেটিকা আমার জন্য বা আমার অগ্রজের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন না, তবে কাহার জন্য প্রস্তুত করিতেছেন, এতাদৃশ স্নেহ-ভাজন আপনার কে?

জননী কহিলেন—হে বৎস! হে ব্রজপুরালঙ্কার! হে পুত্র! আমার পুণ্য তপঃফলে বিধি, আমার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত, তোমাকে আমায় যেমন প্রদান করিয়াছেন—এইরূপ আমার প্রাণরক্ষার ঔষধি-স্বরূপ এক কন্যা, এই গোকুলে আছে, সে আমার তাপিত নয়নের কর্পূরবর্ত্তি, তাহার বসন ভূষণ রাখিবার জন্য, আমি এই পেটিকা প্রস্তুত করাইয়াছি, হে বৎস! সৌন্দর্য্য, সুশীলতা, সরলতা, বিনয়িতা প্রভৃতি বিধাতা, যে সকল রমণীগণের গুণ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই গুণগণ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; অর্থাৎ গুণগণ, যে মানবে আশ্রয় করে, তাহাকেই মহৎ করিয়া থাকে, কিন্তু এই কন্যাকে আশ্রয় করিয়া গুণগণ স্বয়ং মহৎ হইয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য !!! সে কন্যার নাম "শ্রীরাধা" তাহাতে আমার স্বাভাবিক স্নেহ।

শ্রীকৃষ্ণ জননী-মুখে শ্রীরাধার গুণ ও নাম শুনিয়া উৎপুলকিত গাত্র বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। পুনরায় অত্যোৎসুক্য ভরে, জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জননি! সে কন্যা কে? কাহার তনয়া, কোথায় আছে? কি জন্যই বা আপনার তাহাতে এত স্নেহ? এই সকল বিষয় আমাকে বলুন।

জননী কহিলেন—হে বৎস! শ্রবণ কর, আমার ভগিনী কীর্ত্তিদার কুক্ষি-খনি হইতে অনর্ঘ ও অতুল এই কন্যা-

রত্ন উদ্ভূত হইয়া প্রভার তরঙ্গ দ্বারা বৃষভানুকে উজ্জ্বল করিয়াছে; অর্থাৎ ভানুকান্তিদ্বারা অন্য রত্ন উজ্জ্বল হয়, আর এই কন্যারত্নের কান্তিদ্বারা বৃষভানু (জ্যৈষ্ঠ মাসের সূর্য্য) (ও বৃষভানু নামে গোপরাজ) উজ্জ্বল হইয়াছেন। এবং এই কন্যা, যেন বৃষভানুর মূর্ত্তিমৎ তপঃ, সে পতি গৃহে আছে, সম্প্রতি তাহার পতি, আমাদের গৃহে আসিয়াছে, কোন গৃহ কার্য্যের নিমিত্ত গোষ্ঠরাজের নিকট বাহিরে আছে, যখন আমাকে দেখিতে অন্তঃপুরে আসিবে, তখনই আমি তাঁহাকে প্রীতি সহকারে মিষ্ট বচনে কহিব—হে অভিমন্যো! তুমি এই পেটিকা স্বয়ং বহন করিয়া নিজ গৃহে রাধাকে অর্পণ করিও।

এমন সময় লবঙ্গবল্লী নামে দাসী নিকটে আসিয়া কহিলেন—হে গোষ্ঠ-রাজ্ঞি! আপনি যাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই রঙ্গন ও টঙ্কন নামক স্বর্ণকার যুগল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমুখী-যশোদা, ধনিষ্ঠাকে কহিলেন, "হে ধনিষ্ঠে! আমি কৃষ্ণের কীরীট কুণ্ডল পদাঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে দিবার জন্য বাহিরে চলিলাম, তুমি এই পেটিকা গৃহ মধ্যে রাখিও" এই কথা বলিয়াই ব্রজেশ্বরী, গমন করিলে, সুবল প্রভৃতি নর্ম্ম সখাগণ, আগমন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের সহিত পরমানন্দ সহকারে মন্ত্রণা করিয়া রহঃস্থানে পেটিকা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাহা হইতে সমস্ত বসন ভূষণ বাহির করিয়া ধনিষ্ঠার হস্তে প্রদান করিলেন; এবং স্বয়ং পেটিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুবলাদি মিত্রবৃন্দদ্বারা পূর্ব্ববৎ মুদ্রিত করাইলেন। ক্ষণকাল পরে শ্রীব্রজেশ্বরী, আগমন

করিলে অভিমন্যুও তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য আগমন করিলেন। শ্রীব্রজেশ্বরী, অভিমন্যুকে দেখিয়াই কহিলেন, হে অভিমন্যো! তোমার গৃহিণীর নিমিত্ত মণিমণ্ডনে পূর্ণ একটি পেটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, ইহাতে অনর্ঘমণি ও কাঞ্চন-মালা প্রভৃতি অলঙ্কার, ও নানাবিধ বসন, ও কস্তুরিকা প্রভৃতি অনুলেপন, স্তরে স্তরে বিদ্যমান আছে, আমি অন্য কাহাকে বিশ্বাস করি না, এই জন্য তুমি স্বয়ং লইয়া গিয়া নিভৃতে শ্রীরাধিকাকে অর্পণ করিও, এবং এই সমাচার বলিও—"হে মদক্ষি-সুখদে! হে কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদে! হে রাধে! প্রেরিত পেটিকান্তর্গত অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ—তদীয় প্রিয় সামগ্রীর দ্বারা তুমি শৃঙ্গারবতী হইও, এবং সৌভাগ্য লাভ করিয়া চির জীবিতা হইও।"

ইহা শ্রবণ করিয়াই অভিমন্যু কহিলেন—হে ব্রজেশ্বরি! আপনার যাহা আজ্ঞা আমি তাহাই প্রতি পালন করিব, ইহা বলিয়াই মস্তকে পেটিকা স্থাপন পূর্ব্বক অভিমন্যু প্রীতিবশতঃ স্বভবনে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ, অভিমন্যুর মস্তকে আরোহণ পূর্ব্বক তদ্ভার্য্যা নিজ প্রিয়া শ্রীরাধিকার সমীপে অভিসারী হইয়া আপনাকে কৌতুকাব্ধি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া মৃদু মৃদু হাঁসিতে লাগিলেন।

সেই নির্ব্বুদ্ধি গোপ অভিমন্যু, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি অদ্য ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম, যেহেতু ভারে অনুমান হইতেছে, এই পেটিকার মধ্যে দুর্লভ স্বর্ণের রাশি আছে, ইহা দ্বারা কোটি গো ক্রয় করিব, তাহা হইলে গোবর্দ্ধন মল্লের ন্যায় আমার গৃহে কমলা অচলা হইবেন, এই প্রকার

ভাবিতে ভাবিতে গোষ্ঠাধীশ-পুর হইতে নিজ নিলয়-নিকট স্থান পর্য্যন্ত পুলকিত কলেবরে এবং প্রীতিবশতঃ সজল নয়নে আনন্দানুভব করিতে করিতে আসিতে লাগিলেন। এবং তাদৃশ-ভার মস্তকের উপরি থাকিলেও ক্ষণকালের জন্য কোন প্রকার গ্লানি অনুভব করিতে পারেন নাই, তাহা না পারিবারই কথা; যেহেতু পূর্ণানন্দ ঘন বস্তু বহন করিয়া কি কাহারও কোন শ্রম অনুভব হয়? অভিমন্যু গৃহে গমন করিয়া নিজ জননী জটিলাকে বলিলেন—হে মাতঃ! অদ্য শুভক্ষণে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলাম, তন্নিমিত্ত কাঞ্চন এবং মণি নির্ম্মিত ভূষণ ও বসনাদিতে পূর্ণ এই পেটিকা ভাগ্যক্রমে লাভ করিয়াছি। হে জননি! শ্রীব্রজেশ্বরী, তোমার স্নুষার প্রতি অপ্রতীম প্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন,এই পেটিকা স্বয়ং ব্রজেশ্বরীই প্রদান করিয়া তোমার বধূকে মৌখিক একটি সমাচার জানাইয়াছেন—

"হে মদক্ষি-সুখদে! হে কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদে! হে রাধে! প্রেষিত পেটিকান্তর্গত অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ—তদীয় প্রিয় সামগ্রীর দ্বারা তুমি শৃঙ্গারবতী হইও, এবং সৌভাগ্য লাভে করিয়া চির জীবিতা হইও।"

এই বাক্য শ্রবণে পরমাহ্লাদ লাভ করিয়া জটিলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য ভাগ্যক্রমে বড়ই ভাল হইল, যেহেতু এই উপকার লাভ করিয়া বধূ, আমার পুত্রের প্রতি অতি সুপ্রসন্না হইবে; পরে প্রকাশ্যে হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন, হে পুত্র! এই অতিভার পেটিকা আমি এবং বধূ ও তোমার ভগিনী, এখান হইতে উঠাইতে সমর্থা হইব না, অতএব তুমি স্বয়ং এখান হইতে উঠাইয়া বৃষভানু পুত্রীর

শয়ন গৃহস্থিত বেদিকার উপরি রাখিয়া আইস, তাহা হইলে বৃষভানু-পুত্রী, অনায়াসে এই পেটিকা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক নিজ প্রিয়-সামগ্রী দেখিতে পারিবে। জননীর আজ্ঞানুসারে শ্রীরাধিকার শয্যা-গৃহে যৎকালে পেটিকা বহন করিয়া অভিমন্যু যাইতেছেন, সেই সময় অভিমন্যুর মস্তকস্থিত পেটিকা বিলোকন করিয়া ললিতাদি সহচরীকুল আনন্দে সঙ্কুল হইলেন, এবং শ্রীরাধিকার বামনয়ন, বামবাহু, বাম স্তন, মুহুর্মূহু স্পন্দিত হইতে লাগিল, তন্নিমিত্ত হর্ষবশতঃ শ্রীরাধা ললিতাকে কহিলেন, হে আলি! অতি দুঃখময় শ্বশ্রূ-পুর মধ্যে অকারণ কেন আমার বামবাহু, বামস্তন, ও বাম নয়ন নাচিতেছে? ইহার ফল এখানে লাভ হইবার কোন-রূপে সম্ভব নাই?

ললিতা কহিলেন, শ্রীরাধে। আমার মনে লইতেছে, স্বয়ং ব্রজেশ্বরী প্রদত্ত এই পেটিকার মধ্যে মনোহর * মণীন্দ্র-ভূষণ আছে, তোমার নয়নাদি স্পন্দন, তৎপ্রাপ্তিরূপ শুভ সূচনা করিতেছে, হে সখি! এই স্পন্দন, সৌভাগ্যের পরাবধি লাভের হেতু।

শ্রীরাধিকা কহিলেন—হে ললিতে! এই মঞ্জুষিকা, দেখিবা-মাত্র আমার মনে কি অনির্ব্বচনীয় ভাব সঞ্চার করিতেছে, তাহা কহিতে পারিতেছি না, গৃহ মধ্যে আসিলেই পেটিকা উদ্ঘাটন করিয়া দেখিব,—"ইহার মধ্যে সৌভাগ্যদ কি রত্নভূষণ আছে," ? শ্রীরাধিকা ও ললিতা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় অভিমন্যু, আগমন পূর্ব্বক শ্রীরাধার

* মণীন্দ্রভূষণ—মণিনির্ম্মিত ভূষণ ও শ্রীকৃষ্ণ

শয্যার নিকট বেদীর উপরি পেটিকা রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর সকল সখী, অত্যৌৎসুক্যবশতঃ পেটিকার মধ্যে কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য পেটিকার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইলে শ্রীরাধিকা স্বয়ং পেটিকা উদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, পেটিকার ডালা উদ্ঘাটন করিবা মাত্র, বসন ভূষণ অনুলেপনের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ, বাহির হইয়া দাঁড়াইলেন, তাহা দেখিয়া পেটিকার চতুর্দ্দিকস্থিত সখীগণ "অহহ !!! একি গো !!!" বলিয়া হস্তে তালি দিয়া হাঁসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদের অনাবৃত অঙ্গ, অনঙ্গ নক্রে গ্রাস করিলে,এবং নিদ্রিত লজ্জা-সহচরী জাগিয়া উঠিলে, ও শত শত পরমানন্দ লহরীর অভ্যুত্থিত হইলে, এবং অতিসম্ভ্রম পুষ্ট হইলে, কলানিধি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, লঘুগতি-ভঙ্গী প্রকাশিয়া সকলের বদন চুম্বন করিলেন।

তদনন্তর ললিতা শ্রীরাধিকাকে কহিলেন, হে রাধে! যে ভূষণ আসিয়াছে, ইহা ধন্য, এবং যে আনিয়াছে, সেই তোমার গৃহপতিও ধন্য, এবং যিনি স্নেহ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, সেই গোষ্ঠমহেশ্বরীও ধন্যা, এবং "হে রাধে! আমি যাহা প্রেরণ করিলাম, ইহাদ্বারা তুমি শৃঙ্গারবতী হইও" ব্রজেশ্বরীর এই সন্দেশ বাণীও ধন্যা, এবং যাহাতে এই মঞ্জুষিকা খেলা করিতেছে, সেই এই গৃহ ধন্য, হে আলি! শ্রীরাধে! শ্রীগোষ্ঠেশ্বরী, তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন "আমি যাহা পাঠাইলাম তাহা দ্বারা তুমি শৃঙ্গারবতী হইও" তোমার পতি ও শাশুরী ও তাহাই কহিয়াছেন, অতএব হে গান্ধর্ব্বিকে! গুরু-ত্রয়ের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া নিজের ধর্ম্মশীলতা

প্রখ্যাপন কর, অর্থাৎ পেটিকায় প্রেরিত মণীন্দ্র-ভূষণদ্বারা শৃঙ্গারবতী হইয়া, গুরুত্রয়ের আজ্ঞা প্রতিপালন কর” ললিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা লজ্জিতা হইলেন বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ হাঁসিয়া কহিলেন, হে ললিতে! ব্রজেশ্বরী, এই পেটিকার মধ্যে আমাকে যত বসন ভূষণ দিয়াছিলেন, তাহা চুঁরি করিয়া কোন স্থানে রাখিয়া এক ধূর্ত্ত চৌর, মঞ্জুষিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এই কথা জানাইয়া আর্য্যা জটিলাকে এখানে আনয়ন কর।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণে ললিতা কহিলেন—হে রাধাভিসারিন্! হে অভিমন্যুবাহিন্! অর্থাৎ তুমি অভিমন্যুর মস্তকে আরোহণ করিয়া তাহার পত্নী রাধিকার নিকট অভিসারী হইয়া ক্ষিতিতল সতী শূন্য করিতে অভিলাষী হইয়াছ কি? যাহা হউক এখন যে সকল পেটিকান্তর্ব্বর্ত্তি-রত্নাভরণ চুরি করিয়াছ, তাহা শীঘ্র প্রদান কর, নচেৎ আর্য্যাকে এখানে আনয়ন করিয়া তোমার কীর্ত্তিকলাপ দেখাইব?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে ললিতে! তোমার সখী রাধা অত্যন্ত-ধূর্ত্তা এবং নিজ কার্য্য সাধিতে বড়ই নিপুণা, আমি কৌতুকার্থ মঞ্জুষিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তোমার সখী, পত্তি প্রেরণ করিয়া বলপূর্ব্বক মঞ্জুষিকাসহ আমাকে বহন করাইয়া আনিয়া একণে অবহিত্থা অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পর হাঁসিতে হাঁসিতে শ্রীরাধিকাকে কহিলেন, “হে রাধে! আমি এই পেটিকার সৌরভ অনুভব করিয়া তদন্তর্ব্বর্ত্তি দ্রব্য সমূহ ধনিষ্ঠার দ্বারা তোমার নিকট প্রেরণ করিয়া প্রীতিবশতঃ মঞ্জু-ষিকার মধ্যে আপনাকে সুগন্ধি করিবার জন্য প্রবিষ্ট হইয়া-

ছিলাম, এমন সময় দৈব ক্রমে তোমার পতি, আমাকে আনয়ন করিয়াছে,” এই কথা শ্রীরাধিকাকে কহিয়া সখীবৃন্দকে কহিলেন, “হে সখীগণ! আমি তোমাদের নিকট এ বিষয়ের অভিযোগ উপস্থিত করিলাম, তোমরা বিচার কর, যদি শ্রীরাধিকার দোষ হয়, তবে আমি শ্রীরাধিকাকে দণ্ড করিব, আর যদি আমার দোষ হয়, তাহা হইলে তোমাদের প্রত্যেকের বাহুরূপ ভুজঙ্গ পাশে বদ্ধ হইয়া এখানে ত্রিরাত্র দুঃখের সহিত বাস করিব”।

—◯:✻:◯—

यस्यैवं विभवेन तद्व्रज युवद्वन्द्वं स्फुरत् यौवनं
सख्य स्वाक्षि-चकोरिकाः शरततिं कामो रसः स्वादनं।
ध्यानं भक्ततातिः सदा कविकुलं स्वीया विचित्रा गिरः
कीर्त्तिं क्ष्मा भुवनेषु साधु सफलीचक्रे नुमस्तं परं।

যাহাদের এই প্রকার বৈভব দ্বারা সখীকুল নয়নচকোরে, কাম নিজ শরসমূহে, রস আস্বাদনে, ভক্তবৃন্দ ধ্যানে, কবিকুল নিজ নিজ বিচিত্র বচনে, পৃথিবী, কীর্ত্তি সফল করিতেছেন, সেই পরাৎপর বস্তু ব্রজের নবযুব যুগলে (শ্রীরাধাকৃষ্ণে) স্তুতি করি।

ইতি প্রথম কুতূহল সমাপ্ত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা।

দ্বিতীয় কুতূহল।

একবার মাঘ মাসে শ্রীরাধিকা, নিয়ম করিয়া প্রাতঃস্নান করিতে আরম্ভ করিলেন, প্রতি দিন শেষ রজনীতে জাগরণ করিয়া সখীসঙ্গে যমুনাবগাহন করিতে গমন করেন, তাহাতে কুটিলার মনে সন্দেহ হইল। এক দিন শ্রীরাধিকা শেষ যামিনীতে যেমন সখী সঙ্গে স্নান করিতে গমন করিলেন, তাহার পরক্ষণেই কুটিলা, কোন ছল করিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রভবনে শ্রীকৃষ্ণে বিলোকন করিতে যাইল, এবং কোন গৃহজনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কহিলেন, আমাদের গোষ্ঠ যুবরাজ নিজ জননীর আজ্ঞানুসারে প্রাতঃস্নান করিতে যমুনায় গমন করিয়াছেন, ইহা শুনিয়াই কুটিলার হৃদয়ে সন্দেহের বৃদ্ধি আরও অধিক হইল, তখন যমুনার কোন্ ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিতে গিয়াছেন, তাহা না জানায়, শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ পদচিহ্ন দ্বারা পথ নির্ণয় করিতে করিতে যাইতে লাগিল, ক্রমে যে নিকুঞ্জে শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করিতেছেন, তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইল, তাহা দেখিয়া তুলসীনাম্নী শ্রীরাধার প্রিয় কিঙ্করী, সভয়ে কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—শ্রীরাধা ললিতাদি সখীমণ্ডলে পরিবৃতা হইয়া প্রিয়তমের সহিত-হাস-বিলাস লীলায় নিমগ্ন হইয়াছেন, তাহাতে যেমন নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলেন, এইরূপ কুটিলার নিকটে

উপস্থিতি নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া কহিলেন—ভোঃ ভোঃ! ব্রজদেবীগণ! আমি অদ্য কুসুম ধনুর অতি অভাগ্য জানাইবার জন্য, যাহা নিবেদন করিতেছি, তাহা তোমরা সম্প্রতি শ্রবণ কর, "শ্রীকৃষ্ণে দেখিবার জন্য, ব্রজ হইতে দ্রুতগমনে কুটিলা এখানে আসিতেছে ?

ইহা শ্রবণ মাত্রেই আলীমণ্ডলী, কোথায় কোথায়, বলিয়া সশঙ্কনেত্রে প্রতিদিগ্‌ভাগে বিলোকন করিতে লাগিলেন।

তুলসী কহিলেন—আমি কুটিলাকে যষ্টী করাটবীর (যটি ঘরার বনের) নিকট দেখিয়া আসিয়াছি, বোধ করি এতক্ষণ এ স্থলের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবে; ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে আলিগণ! তোমরা ভয় করিওনা এই কুঞ্জেতে ক্ষণকাল থাকিয়া উদর্ক বিলোকন কর, আমি এখান হইতে চলিয়া গিয়া অভিমন্যু বেষ ধারণ পূর্ব্বক, প্রতিভার দ্বারা কুটিলাকে বঞ্চনা করিয়া ইহার অপেক্ষা অধিকতর কুতূহল বিধান করিব," ইহা বলিয়া কোন নির্জ্জন স্থলে প্রবেশ পূর্ব্বক বনদেবী বৃন্দার নিকট অভিমন্যু বেষোপযোগি সামগ্রী গ্রহণ করিলেন, তাহা দ্বারা স্বচিহ্ন সমূহ আচ্ছাদনপূর্ব্বক অভিমন্যুর ন্যায় কণ্ঠস্বর আশ্রয় করিয়া কুটিলা যে পথে আসিতেছে, সেই পথে চলিলেন, যদি কেহ কহেন শ্রীকৃষ্ণ সে পথ কি প্রকারে অবগত হইলেন? তিনি কি জানেন না? কোন নানাকলা কোবিদ ব্যক্তি, নিজ কার্য্যে অবিচক্ষণ হয়? কিয়দ্দূর যাইয়াই, কুটিলার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কলানিধি নাগর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগিনি কুটিলে! কি জন্য এ সময় ব্রজ হইতে আসিতেছ?

কুটিলা কহিল। হে অগ্রজ! বধূকে অন্বেষণ করিতে,

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন। সে কোথায় আসিয়াছে?

কুটিলা কহিল। যমুনায় মকরস্নান ছলে আসিয়া ইহার মধ্যে কোন স্থানে আছে,—

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন। সেই রমণী-চোর কোথায়?

কুটিলা কহিল। সেও স্নান করিতে আসিয়াছে, এই জন্য জননী আমাকে ইহাদের চরিত্র জানিতে প্রেরণ করিয়াছেন, এখন কি করিব, তাহা আজ্ঞা কর।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন। হে ভগিনি! অদ্য আমার একটি নবীন-বৃষ, হলে যোজনা করায় হলচ্যুত হইয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে, আমি অন্বেষণ করিবার জন্য এই দিকে আসিয়াছি, আমার নবীন বৃষ হারাইয়া গেল, তাহাতে হৃদয়ে অতি অল্প-মাত্র ব্যথা লাগিয়াছে, কিন্তু রমণী-চোরের আমার পত্নীর প্রতি লম্পটতায় যে দারুণ ব্যথা হৃদয়ে লাগিল, তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি না, এখান হইতে মথুরা নগরীতে কংস ভূপতির নিকট গিয়া লম্পটকে তদুচিত ফল প্রদান করিতে হইল। হে বুদ্ধিমতি! ভগিনি! প্রথমতঃ একটি যুক্তি শ্রবণ কর, এই কুঞ্জে আমি লুকাইয়া থাকি, তুমি ইতস্তত রাধিকাকে অন্বেষণ কর, যদি সে কৃষ্ণ বিনা একাকিনী থাকে, তাহা হইলে ছল করিয়া এই কুঞ্জে আনয়ন কর, আর যদি কৃষ্ণের নিকটে থাকে, তাহা হইলে আমাকে লইয়া যাইও, আমি দূর হইতে তাহাদের গ্রাম্যধর্ম্ম বিলোকন করিব।

এই কথা শ্রবণ করিয়াই কুটিলা, কালীয়-হ্রদ-তট হইতে প্রতি কুঞ্জ দেখিতে দেখিতে কেশিতীর্থ নিকটে পুষ্পোদ্যানে

আসিয়া অমল পরিমলশালিনী, এবং সখী-নিষেবিতা, কীর্ত্তিদার কীর্ত্তিবল্লী-শ্রীরাধিকাকে অবলোকন করিল।

শ্রীললিতাদেবী, কুটিলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কুটিলে! তুমি কি স্নান করিতে আসিয়াছ?

কুটিলা কহিল—না।

ললিতা। তবে কি জন্য?

কুটিলা। তোমাদের চরিত্র জানিবার জন্য এখানে আসিলাম।

ললিতা। তাহা কি জানিয়াছ?

কুটিলা। ললিতে! নিজ মুখে বল,

ললিতা। বলিতেছি, শুন—

কুটিলা। তোমাদের আর বলিতে হইবে না, হরিগন্ধ সকল বলিয়া দিতেছে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ললিতা ছল করিয়া হরি শব্দের সিংহ অর্থ গ্রহণ করিয়া কহিলেন—কুটিলে! যদি তুমি সিংহের গন্ধ পাইয়া থাক, তাহা হইলে অবশ্যই কোন স্থানে সিংহ লুকাইয়া আছে, আমরা মুগ্ধা অবলা, বড়ই ভীত হইলাম, এখন এখান হইতে পলায়ন করিয়া শীঘ্র শীঘ্রই গৃহে যাই, তুমি আমাদের প্রতি বড়ই স্নেহের কার্য্য করিলে?

কুটিলা ইহা শুনিয়াই ক্রোধে যেন জ্বলিয়া উঠিয়া কহিতে লাগিল—অয়ি! ধর্ম্মবতি! সতীগণ! তোমরা এই কাননে নিজ কীর্ত্তি বিরচিত করিয়া পরে গৃহে যাইও, কিন্তু সম্মুখস্থিত কদম্ব কুঞ্জের দ্বার উদ্ঘাটন কর, ইহার অভ্যন্তর আমি দেখিব।

ললিতা হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন—কুটিলে! কোন

বনদেবতা,নিজ বসতি-নিকুঞ্জ-গৃহের শর-শলাকা-নির্ম্মিত-কপাট যুগল দ্বারা, দ্বার রোধ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন; অতএব এই নীপ-নিকুঞ্জের দ্বার উদ্ঘাটন করা আমার সাধ্য নাই, যে হেতু এতাদৃশ সাহসবতী রমণী কে আছে? যে, পরগৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অশেষ দোষ গ্রহণ করিবে?

কুটিলা রোষারুণ নয়নে কহিতে লাগিল—"ললিতে! তুমি সত্য সত্যই মুগ্ধা কুলবালা, এই জন্য এ জন্মের মধ্যে পরগৃহে একদিন প্রবেশ কর নাই, কিন্তু নিজগৃহে পরে প্রবেশ করাইতে ভালরূপে জান, এবং স্বসদৃশী অন্য মুগ্ধা কুলবালাদিগকে যে শাস্ত্রে পরে নিজগৃহে প্রবেশ করাইতে বিধি আছে, সেই শাস্ত্র অধ্যাপনার্থ আচার্য্যা রূপে অবতীর্ণা হইয়াছ" ইহা বলিয়াই দ্রুতবেগে কুঞ্জকুটীর নিকটে গমন করিয়া পদাঘাতে শর-শলাকা-নির্ম্মিত-পুষ্প কপাটিকা ভাঙ্গিয়া, অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কুসুম-শয্যার উপরি যে ক্রুটিত শ্রীকৃষ্ণের মাল্য ও শ্রীরাধিকার ছিন্ন মুক্তাহার বিদ্যমান ছিল, তাহা গ্রহণ করিয়া বাহিরে আসিয়া ললিতাকে দেখাইয়া কহিতে লাগিল—"ললিতে! তোমাদের যথাবিধি মাঘ স্নান করা হইয়াছে, যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয়ও হইয়াছে, এবং ইহাদ্বারা পিতৃকুল ও শ্বশুর কুল পবিত্র হইয়াছে,রবিতনয়া-তীরে যথাবিধি রবিপূজাও হইয়াছে, এখন তোমরা গৃহে যাও, এখানে দিবানিশি কি ধর্ম্ম করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ? আমাকে বল, শুনিতে কর্ণ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।

কুটিলার এই প্রকার ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করিয়া অমলচন্দ্রমুখী শ্রীরাধা, কিঞ্চিৎ অধীরা হইয়া কহিলেন, কুটিলে! কি

জন্য তুমি অনর্থক কোপ করিতেছ ? এ হার আমার নহে, তোমার ভ্রাতার শপথ করিয়া কহিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও, ইহা বলিয়া হুঙ্কার সহিত ভ্রুকুটি করিয়া তর্জ্জন করিলেন, কুটিলা, বহুতর প্রগল্‌ভা সখীসহ শ্রীরাধিকাকে বিদ্যমানা দেখিয়া ভয় পাইয়া দূরে অপসৃত হইয়া কহিতে লাগিল, হে কুলকলঙ্কিনীগণ ! যদি তোমাদের গৃহে না যাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে এই বিপিনে থাকিয়া রাজ্য কর, কিন্তু আমি চলিলাম, আমার জননী এবং ভগবতী পৌর্ণমাসীকে এই হার ও মাল্য দেখাইয়া তোমাদের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব ।

শ্রীরাধা কহিলেন—কুটিলে যেখানে মন যায়, সেখানে তুমি চলিয়া যাও, আমাদিগকে কটু কথা কেন বলিতেছ ? ঘরে ঘরে গিয়া হার ও মাল্য দেখাও, তাহাতে আমাদের ভয় কি ? যেহেতু এই হার ও মাল্য আমাদের নহে ; আমাদিগকে কখনও মিথ্যাপবাদ প্রদান করিওনা ; এই কথা শ্রবণ করিয়া কুটিলা ক্রুদ্ধা হইয়া এই আমি ব্রজে চলিলাম, বলিয়া দ্রুত বেগে যথায় হরি, অভিমন্যু বেশে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল—“হে ভ্রাতঃ ! এই দেখ, কৃষ্ণ বক্ষঃস্থলের ছিন্ন বনমালা, ও রাধিকার ছিন্ন মুক্তাহার সৌরভ শয্যার উপরি পাইয়াছি, এবং রাধিকা প্রভৃতিকে দেখিলাম, কিন্তু সে রমণী-চোরে দেখিতে পাইলাম না” । অভিমন্যু-বেশি-শ্রীকৃষ্ণ, এই কথা শুনিয়া কহিলেন—অয়ি ভগিনি ! ভাল হইল, আমি এখনই মথুরায় চলিলাম, এই ছিন্ন হার ও মাল্য, রাজা কংসে দেখাইব ; কিন্তু নিজ গৃহের মহাকলঙ্ক প্রকাশ

করা নীতি বিরুদ্ধ; অতএব বন্ধু-সভায় আমি চতুরতা প্রকাশ পূর্ব্বক আমার প্রিয় সুহৃৎ গোবর্দ্ধন মল্লের নিকট বিজ্ঞাপন করিব,—"হে বান্ধব! তোমার গৃহিণী-চন্দ্রাবলীকে নিকুঞ্জে আনিয়া নন্দের পুত্র, দূষিত করিয়াছে, তাহাদের ছিন্ন হার ও মাল্য পাইয়াছি দেখ", ইহা বলিয়া তাহার করে হার ও মাল্য সমর্পণ পূর্ব্বক পুনরায় কহিব,—"মল্লরাজ! সখে! গোবর্দ্ধন! অদ্য যেমন নন্দপুত্র, তোমার গৃহিণীর প্রতি লম্পটতা করিয়াছে, এইরূপ প্রতিগৃহে তাহার লম্পটতা অধিক পরিমাণে দেখিয়া তোমাকে জানাইলাম, তুমি রাজা কংসের নিকট নিবেদন করিয়া একশত পদাতিক এবং দশজন অশ্বারোহি-সেনা প্রেরণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে নন্দীশ্বরপুর হইতে পুত্রের সহিত নন্দে বাঁধিয়া আনিয়া তাহার প্রতিফল প্রদান কর;" ইহা বলিয়া আমি মথুরা হইতে পূর্ব্বাহ্নে ফিরিয়া আসিব, কারণ মধ্যাহ্নে রাজকীয় পুরুষগণ আসিলে তাহাদের সম্মান করিতে হইবে; তুমি গৃহে গিয়া জননীর নিকটে থাকিও, এবং তোমাদের বধূ গৃহে যাইলে তাহাকেও এখন কিছু বলিওনা, কারণ এ রহস্য প্রকাশ হইলে নন্দগোপ, পুত্রের সহিত দেশান্তরে পলায়ন করিতে পারে। এইরূপে কুটিলাকে উপদেশ দিয়া অভিমন্যু-বেশি-কৃষ্ণ দক্ষিণাভিমুখে মথুরাপথে চলিয়া যাইলেন, এবং কুটিলা গৃহে আসিলে শ্রীরাধা প্রভৃতি নিজ নিজ আলয়ে আগমন করিলেন।

অভিমন্যুবেশি-কৃষ্ণ, কোন স্থানে তিন চারি ঘটিকাকাল বিলম্ব করিয়া জটিলা গৃহে আগমন পূর্ব্বক উচ্চৈঃ স্বরে আহ্বান করিয়া কহিলেন—হে জননি! তুমি কোথায় আছ? হে

কুটিলে কোথায় আছ? নিকটে আসিয়া সকল বার্ত্তা শুনিয়া যাও, আমি রাজার নিকট জানাইয়া আসিয়াছি, শত পদাতিক ও অশ্বারোহি দশ জন, পশ্চাৎ আসিতেছে, কিন্তু সেই লম্পট, আমার বেশ ধারণ করিয়া আমাদের গৃহে আসিতেছে? তাহা জানিয়া আমি অলক্ষিত ভাবে গৃহে আসিলাম,—হে ভগিনি! তুমি বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া জননীর সহিত অট্টার * উপরি লোষ্ট্র লইয়া থাকিও, যাহাতে সে রমণী-লম্পট, প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহাই করিও; এবং গৃহের নিকটে তাহাকে আসিতে দেখিলেই অতি কটু বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করিও; তোমাদের বধূর স্বভাব ভালরূপে জান? সে, সেই স্ত্রীচৌরের গন্ধ পাইলে গৃহে থাকে না, অতএব আমি তাহাকে রোধ করিয়া নিচের ঘরে রহিলাম, ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার নিকটে তল সদনে গমন করিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরেই অভিমন্যু, নিজ গৃহের নিকটে যেমন উপস্থিত হইলেন, অমনি কুটিলা, হস্তে লোষ্ট্র (ঢিল) লইয়া কহিতে লাগিল, ওরে! তুই ব্রজকুল রমণীগণের ধর্ম্ম ধ্বংস করিয়া বড়ই সাহসী হইয়াছিস্; আমার ভ্রাতার গৃহেও প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিতেছিস্, রে চপল! আমাদের গৃহের নিকটে আসিলেই এই লোষ্ট্র দিয়া তোর মাথা ভাঙ্গিয়া প্রতিফল দিব। তোর অন্যায়াচরণের কথা শুনিয়া রাজা কংস, ক্রোধ করিয়া তোর পিতার সহিত তোকে সুখী করিবার জন্য সেনা পাঠাইয়াছেন, যখন তাহারা তোকে তোর পিতার সহিত বাঁধিয়া লইয়া নৃপতিনগরে কারাগারে জন্মের

* অট্টা—ব্রজদেশে আটালি নামে প্রসিদ্ধ-বারান্দা বিশেষ।

মত রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, তখনই তোর চপলতা শান্তি হইবে।

এই প্রকার নিজ ভগিনীর ব্যবহার বিলোকন করিয়া অভিমন্যু;* বিকল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমার ভগিনীকে কোন তীব্রতর ভূতে পাইয়াছে, এখন মান্ত্রিক (রোজা) আনয়ন করাই উচিত, ইহা স্থির করিয়া নানা-প্রকার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া গ্রামোপান্তে মান্ত্রিকদিগের নিকট গমন করিলেন।

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ, জটিলা গৃহে জটিলার বধূর সহিত নানা কৌতুকে বিহার করিতে লাগিলেন, যাঁহার পরবধূ-রমণ * ব্যতীত আর কোন ফল নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণের কোন যত্ন না সফল হয়?

ইতি চমৎকার চন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় কুতূহল।

---

* পরবধূ—পরের বধূ—ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিজবধূ অর্থাৎ সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের অংশিনী পরম লক্ষ্মীরূপা-শ্রীরাধা।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা।

—০:*:০—

তৃতীয় কুতূহল।

নানাপ্রকারে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণানুরাগ লক্ষণ অবগত হইয়া জটিলা, অত্যন্ত চিন্তাতুরা হইয়া নিজ তনয়াকে একান্তে আহ্বান করিয়া কহিলেন—হে পুত্রি! কৃষ্ণ হইতে আর বধূ রক্ষা করিতে পারিলাম না, হায়! হায়! কি করিব। বৎসে! কুটিলে! আমি একটি উপায় স্থির করিয়াছি তোমার তাহাই করিতে হইবে? যাহাতে কোনরূপে ঘরের বাহিরে যাইতে না পারে, এইরূপে বধূকে রোধ করিয়া রাখিবা, নন্দপুত্র, ভুজঙ্গম* যাহাকে নয়ন দিয়া দংশন করে, তাহাকে গৃহে রক্ষা করিবার আর উপায় নাই, অতএব তুমি সদা সাবধানে থাকিয়া রক্ষা করিবা। বধূকে পাবন সরোবরে বা যমুনায় স্নান করিতে এবং সূর্য্যপূজা করিতে যাইতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে সে লম্পটের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা, অতএব স্নান সূর্য্যপূজা প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মই গৃহেই বধূকে করাইতে হইবে। এবং এই প্রকারে বধূকে রুদ্ধ করিলে সে ধূর্ত্ত লম্পট আমাদের গৃহে কোনরূপে কোন সময়ে আসিতে পারে, এই জন্য আমি বহির্দ্বারে সাবধানা হইয়া যষ্টি হস্তে লইয়া রাত্রি দিন জাগিয়া যাপন করিব।

---

* ভুজঙ্গম—কামুক ও সর্প

নিজ মাতৃ মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুটিলা কহিল— মাতঃ! তোমার বধূকে কোনরূপে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যাইবে না, এবং কৃষ্ণের হস্ত হইতেও রক্ষা করিতে পারা যাইবে না, যেহেতু ব্রজেশ্বরী প্রতিদিন যত্নপূর্ব্বক নিজ তনয়ের ভোজনার্থ পাক করাইতে তোমার বধূকে নিজ গৃহে লইয়া যান। ইহা শুনিয়া জটিলা কহিলেন—হে পুত্রি! তুমি এখনই ব্রজেশ্বরীর নিকট গমন করিয়া বল, অদ্য হইতে আমাদের বধূ নিজ গৃহ হইতে কোন স্থানে যাইবে না, অতএব নিজ পুত্রের ভোজনের নিমিত্ত পাকে রোহিণীকে নিযুক্ত কর।

কুটিলা কহিলেন—মাতঃ! আমার বচন শ্রবণ করিয়া ব্রজেশ্বরী কহিবেন, "শ্রীরাধাকে দুর্ব্বাসা মুনিবর যে বর দিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরাধার হস্তপক্ক অন্ন যে ভোজন করিবে, তাহার আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও বিঘ্ন বিনাশ হয়, ইহা ব্রজপুরে অধিক প্রসিদ্ধি। আমার একমাত্র পুত্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, কেবল শ্রীরাধার হস্তপক্ক-ভক্ত-ভোজন প্রভাবে, বহু দুষ্ট-দানব-কৃত-বিঘ্ন রাশি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কুশলে থাকে। অতএব রাধার হস্তপক্ক দ্রব্য ভোজনে বাধা দিয়া আমার অনিষ্ট করিওনা"। ইহার আমি কি উত্তর দিব?

জটিলা কহিলেন—হে পুত্রি! তোমাকে ব্রজেশ্বরী উপরোক্ত বচন বলিলে তুমি বলিও, হে ব্রজেশ্বরি! যদি মুনিবর দুর্ব্বাসা কালি বা পরশ্ব আসিয়া বর দেন, "শ্রীরাধা, যাহাকে যাহাকে স্পর্শ করিবে, সে চিরায়ুঃ হউক,—অয়ি নীতি-বিজ্ঞে! তাহা হইলে তুমি শ্রীরাধাকে নিজ ভবনে আহ্বান করিয়া,

তদ্দারা নিজ পুত্রকে স্পর্শ করাইবে ? আরও বলিও কুলাঙ্গনা গণের পর গৃহে প্রতি দিন পাক করাও নীতি বিরুদ্ধ, এবং বধূর কলঙ্ক প্রতিদেশে রটিয়াছে, তাহা 'আমরা' আর সহ্য করিতে পারি না, এবং তোমার নিজ পুত্রে যেমন স্নেহ, আমার কি পুত্রবধূর প্রতি তাদৃশ স্নেহ নাই ? এই সকল কথা শুনিয়াও যদি তিনি রাধা-পক্ব-দ্রব্য পুত্রে ভোজন করাইবার জন্য হঠ করেন, তাহা হইলে পুনরায় কহিও, "হে ব্রজরাজ্ঞি ! আমাদের বধূ রন্ধন করিতে আর আসিতে পারিবেনা, যদি তোমার বধূ হস্ত পক্ব দ্রব্য পুত্রে নিতান্তই ভোজন করাইতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ধনিষ্ঠাকে পাঠাইবে, প্রতি দিন ত্রিসন্ধ্যা বধূ মোদকাদি প্রস্তুত করিয়া দিবে," ইহাতেও যদি ব্রজেশ্বরী, কোপ করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরে বাস করিয়া তাঁহার পুত্র হইতে বধূ রক্ষা করিব"।

জটিলা কুটিলা এই প্রকার পরামর্শ স্থির করিয়া ব্রজেশ্বরীর নিকট পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়া আসিয়া, শ্রীরাধিকাকে গৃহে রুদ্ধ করিলেন। এই প্রকারে বিরোধ করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, পরস্পর অদর্শন দাবে তাপিত হইয়া যেরূপ বিষণ্ণ হইলেন ; তাহা বাক্যের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা সরস্বতীও বর্ণনা করিতে পারেন না ; শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-দাবে তাপিত-রাধাদেহের তাপ শান্তি করিবার জন্য বয়স্যাগণ, সরোজদল, কর্পূর চন্দনের পঙ্কাক্ত করিয়া তাহার দ্বারা শয্যা নির্ম্মাণ করিলেন, শ্রীরাধার হরি-বিরহ-তাপিত-অঙ্গ স্পর্শ মাত্রেই ক্ষণকালে মধ্যে সেই শয্যা মুর্ম্মুরতা প্রাপ্ত হইল, ইহা হইবার কথা, যেহেতু

যিনি নয়নের নিমেষ,—কৃষ্ণ দর্শনের ব্যবধায়ক বলিয়া নিমেষ স্রষ্টা বিধাতাকে নিন্দা করিয়া পক্ষহীন মীন জন্ম বাঞ্ছা করেন, সেই শ্রীরাধিকা নন্দনন্দনের বিলোকন ব্যতীত অষ্ট প্রহর কি অতিবাহিত করিতে পারেন? শ্রীরাধা কুসুম শয়নে শ্রীকৃষ্ণ বিরহ তাপে অচেতনা হইয়া পতিত রহিয়াছেন, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে শ্রবণেও প্রবেশ হয় না, ও কিছু বলিতেও পারেন না; এই অবস্থা ব্রজেশ্বরী প্রেরিত ধনিষ্ঠা আসিয়া দেখিলেন; তন্নিমিত্ত অতি দুঃখে কাতরা হইয়া শ্রীললিতা দেবীকে ধনিষ্ঠা কহিলেন,—"হে ললিতে! অদ্য শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী, রন্ধন করিতে না যাওয়ায় শ্রীরোহিণী রন্ধন করিয়াছেন, সেই অন্ন শ্রীকৃষ্ণ, ভোজন করিয়া গোষ্ঠে গিয়াছেন, কিন্তু অন্য দিনে যেমন শ্রীরাধাপক্ক অন্নাদি ভোজন করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভোজন না করায় শ্রীব্রজেশ্বরী অত্যন্ত বিষন্ন মনে, মোদকাদি প্রস্তুত করাইয়া লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি যে মোদক শ্রীরাধার দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া লইয়া যাইব, তাহা অদ্য সায়ংকালে এবং রজনীতে ও আগামী কল্য গোষ্ঠে গমনের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিবেন, কিন্তু শ্রীরাধা অচৈতন্য অবস্থায় রহিয়াছেন, হায়!!! কিরূপে মোদকাদি প্রস্তুত করিবেন। এই প্রকারে দুঃখ করিতে করিতে শ্রীরাধিকার কর্ণ নিকটে উচ্চৈঃস্বরে ধনিষ্ঠা কহিলেন—"হে রাধে! কৃষ্ণ, তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখ, এই বাক্য শ্রবণ মাত্র শ্রীরাধা, চৈতন্য যেমন লাভ করিলেন, অমনি ধনিষ্ঠা কহিলেন—শ্রীরাধে! তোমার হস্তপক্ক দ্রব্যের অভাবে কৃষ্ণ ভোজন করিতে পারেন নাই, এই জন্য ব্রজেশ্বরী আমাকে

তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তুমি কিছু স্বহস্তে মোদক প্রস্তুত করিয়া দেও।

বিরহ-দাব-দগ্ধা সরোরুহ-নয়না শ্রীরাধা এই বচন শ্রবণ করিয়া প্রচুরতর বললাভ করিয়া রূপমঞ্জরীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—হে রূপমঞ্জরি! শীঘ্র চুল্লী লেপন করিয়া তাহাতে বহ্নি অর্পণ কর, এবং কটাহ আনয়ন কর, আমাকে ব্রজেশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণের ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহাই করিব; হে সখি! আমার দেহ অসুস্থ বলিয়া তোমরা কোন প্রকার শঙ্কা করিও না, আমি নিত্য যে পরিমাণে মোদকাদি প্রস্তুত করিয়া থাকি, অদ্য তাহার চতুর্গুণ প্রস্তুত করিতেছি, তোমরা দেখ, ইহা বলিয়াই চুল্লী তটে বিদ্যমান হেম চতুষ্কিকার উপরি শ্রীরাধা, সহসা উপবেশন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণার্থ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার সময় বিরহ-তাপিত শ্রীরাধাবপুঃ, বহ্নি তাপে সুশীতল হইল, দেখিয়া তত্রত্য কোন কিঙ্করী, মনে মনে কহিতে লাগিলেন—"যে রাধা শরীর স্পর্শে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে চন্দনপঙ্কলিপ্ত পঙ্কজদল বিরচিত শয্যা দেখিতে দেখিতে মুর্ম্মুরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে প্রিয়তমের নিমিত্ত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে অনলতাপে সেই রাধা শরীর শীতল হইল, আমি অতর্ক-বিচিত্র প্রভাবশালী প্রেমকে নমস্কার করি, যদাশ্রিত জনে, হিমাংশু তাপিত করে, ও বহ্নি শীতল করে, সেই প্রেমের আশয়, কে জানে?

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণার্থ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীললিতা দেবী, ধনিষ্ঠাকে কহিলেন, হে ধনিষ্ঠে! যাহার

বক্ষঃস্থলে বিদ্যুৎ ঝলমল করে, সেই নব জলধর উদয় হইয়া রস বর্ষণ না করায় আলিমণ্ডলীর অভ্যন্তরস্থিত আনন্দ শস্য শুকাইয়া বিনষ্ট হইতে চলিল।

ধনিষ্ঠা কহিলেন—ললিতে! তুমি সত্যই বলিয়াছ, যেরূপ তোমাদের দুঃখ হইয়াছে, তদ্রূপ বয়স্যগণসহ কৃষ্ণও দুঃখানুভব করিতেছেন, সখি! অধিক কি বলিব, এই মহাদুঃখে বৃন্দাবনস্থিত শুক, পিক, কেকী, ভৃঙ্গ, মৃগ, প্রভৃতি আকুল হইয়াছে।

পরে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া শ্রীরাধা ধনিষ্ঠাকে প্রদান করিয়া, ললিতা ও ধনিষ্ঠার কর্ণে কিছু গোপনীয় বচন বলিলেন, ধনিষ্ঠা নন্দীশ্বরে আগমন করিলেন, শ্রীরাধাও পাকশালা হইতে নিজ নিবাস গৃহে সমাগতা হইলেন।

সায়ংকালে জটিলার নিকট বিশাখা আগমন করিয়া ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে বিষন্ন হইয়া জটিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, হায়!!! হায়!!! বিশাখে! কেন রোদন করিতেছ?

বিশাখা কহিলেন—আর্য্যে! অলক্ষিত রূপে রাধায় কৃষ্ণভুজঙ্গে দংশন করিয়াছে।

জটিলা কহিলেন—বৎসে! বিশাখে! কোথায় কিরূপে দংশন করিল,

বিশাখা কহিলেন—আর্য্যে কোলি বৃক্ষের তলে অলক্ষিত ভাবে ভুজঙ্গ ছিল, তাহার মস্তকে রত্ন জ্বলিতেছিল, রাধা, নিজরত্ন বোধে যেমন গ্রহণ করিবায় জন্য কর প্রসারণ করিয়াছে, অমনি করে দংশন করিয়াছে।

জটিলা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন, হায়! হায়!! আমার মস্তকে এ কি বজ্রপাত হইল, ইহা বলিতে বলিতে আগমন করিয়া দেখিলেন, শ্রীরাধা, ভূমিতলে পতিত হইয়া অসহণীয় বিষ দাহে কম্পিত হইতেছেন, তখন দুই কর দ্বারা নিজ বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে আরও অধিক কাঁদিতে লাগিলেন, এবং অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া নিজতনয়া কুটিলাকে কহিলেন, হে পুত্রি! তুমি শীঘ্র গোগৃহে (বাতানে) গমন করিয়া নিজ ভ্রাতাকে আনয়ন কর, সে আসিয়া অভিজ্ঞ মান্ত্রিক আনয়ন করুক তাহারা আসিয়া আমার বধূকে বিষ হীনা করিবে, এই কথা বলিয়া শ্রীরাধিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে স্নুষে! সম্প্রতি তোমার শরীর কেমন আছে?

শ্রীরাধিকা কহিলেন—হে আর্য্যে! বিষানলে আমার তনু সংদহ্যমানা হইতেছে, আমি আর কিছু কহিতে পারিতেছিনা, মান্ত্রিক পুরুষেরা যদি কর দ্বারা আমার একটী পদাঙ্গুলি স্পর্শ করে, তাহা হইলে তখনই তনুত্যাগ করিব, আমি সতী কুলাঙ্গনা, সুতরাং এই নিয়ম করিয়াছি।

জটিলা কহিলেন! স্নুষে! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা বড়ই অযুক্ত; সদাচারী জন, আপদ্‌গত হইয়া ঔষধাদিতে যে অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অস্পৃশ্য স্পর্শন করিয়া থাকেন, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি সম্মত ব্যবস্থা।

শ্রীরাধা কহিলেন—আর্য্যে! আমার প্রাণ যায় তাহাও ভাল, কিন্তু তোমার এই আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিবনা।

শ্রীরাধিকার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জটিলা চিন্তাতুরা হইলে একজন প্রতিবাসিনী, কহিলেন—আর্য্যে! জটিলে! যিনি কালীয় ভুজঙ্গ দমন করিয়া তাহার মস্তকে নাচিয়াছেন, এবং অঘ প্রভৃতি ভুজঙ্গগণে সংহার করিয়াছেন, এবং কালীয় হ্রদের বিষজল পানে গতাসু গো-গণে কেবল মাত্র দৃষ্টি করিয়া জীবিত করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণে আনয়ন কর, তিনি আসিয়া দেখিবা মাত্র তোমার বধূর বিষদাহ নিবৃত্তি হইবে।

এ কথা শুনিয়া শ্রীরাধিকা কহিলেন, আমি যাহার পরীবাদ পীড়া বিষানল হইতেও অধিক করিয়া জানি, সেই কৃষ্ণে যিনি আমাকে দেখাইতে অভিলাষ করিবেন, তাঁহাকে আমি বৈরিণী জানিব।

জটিলা কহিলেন—হে স্নুষে! তবে আমি কুটিলাকে সঙ্গে লইয়া দ্রুত গতিতে পৌর্ণমাসীর নিকট চলিলাম, তিনি মন্ত্র তন্ত্রে এবং আগম শাস্ত্রে অভিজ্ঞা, অতএব তাঁহার আগমন মাত্রেই তুমি সুস্থ হইবে, ইহাতে আর অন্য মত করিও না।

বিশাখা কহিলেন—আর্য্যে! উত্তম পরামর্শ হইয়াছে, অতএব বিলম্ব না করিয়া ঝটিতি পৌর্ণমাসীদেবীর নিকট গমন কর, আমি সূত্র দ্বারা বাঁধিয়া বিষগতি রোধ করিয়া রাখিয়াছি, অর্দ্ধ প্রহর পর্য্যন্ত বিষ ঊর্দ্ধে উঠিবেনা, তাহার পরে মস্তকে বিষ উঠিলে অসাধ্য হইবে?

বিশাখার বচন শুনিয়া জটিলা দ্রুত গমনে পৌর্ণমাসীর নিকটে গিয়া প্রণাম পূর্ব্বক সকল কথা জানাইলে, পৌর্ণমাসী নিজ নিকট বাসিনী গর্গ-কন্যা গার্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে

পুত্রি! হে গার্গি! তুমি কি তোমার পিতা গর্গের নিকট সর্প-মন্ত্র শিখিয়াছ?

গার্গী কহিলেন, আমি শিখি নাই আমার ছোট ভগিনী শিখিয়াছে।

পৌর্ণমাসী কহিলেন—সে কোথায় তাহার নাম কি?

গার্গী কহিলেন—কাশীপুরে নিজ শ্বশুরালয় হইতে মথুরায় পিতৃ গৃহে আসিয়াছিল, তথা হইতে আমাকে দেখিবার জন্য কল্য এখানে আসিয়াছে, তাহার নাম বিদ্যাবলি, সে আমার গৃহে আছে,—

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জরতী জটিলা কহিলেন—হে গার্গি! আমি তোমার চরণে পতিত হইলাম, তুমি নিজ ভগিনীকে লইয়া আমার গৃহে আগমন পূর্ব্বক কৃপামৃতের দ্বারা পুত্রের সহিত আমাকে কিনিয়া লও।

পৌর্ণমাসী গার্গীকে কহিলেন—গার্গি! তুমি নিজ গৃহে অগ্রে গমন কর, তাহার পরে কন্যার সহিত জটিলা, গমন করিবেন, বিদ্যাবলিকে প্রসন্ন করিয়া আনয়ন করিলে সে শ্রীরাধিকাকে নিশ্চয়ই বিষ শূন্য করিবে?

গার্গী, ইতঃপূর্ব্বে ধনিষ্ঠার বচনানুসারে, শ্রীকৃষ্ণে রমণী সাজাইয়া নিজগৃহ মধ্যে স্থাপন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অগ্রপশ্চাৎ গমনের কোন অপেক্ষা না থাকায় জটিলা কুটিলাকে সঙ্গে লইয়াই নিজালয়ে উপস্থিত হইয়া রমণীবেশে ভূষিত নাগররাজ কৃষ্ণের নিকট গিয়া কহিলেন—হে ভগিনি! বিদ্যাবলে! এই ব্রজে নিখিলগুণে সমন্বিতা

ও মহাযশস্বিনী শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর যে নাম শুনিয়াছ, অদ্য তাহার মহাবিপত্তি উপস্থিত, মণিধারী কোন ভুজঙ্গে তাহাকে দংশন করিয়াছে, এক্ষণে বিষে কলেবর পরিপূর্ণ হইয়াছে, এই নিমিত্ত তাহার শাশুরী নিজ তনয়ার সহিত তোমার নিকট আসিয়াছে, তোমার ইহাদের গৃহে যাইতে হইবে।

বিদ্যাবলি কহিলেন,—হে ভগিনি! তুমি বিজ্ঞা হইয়া অবিজ্ঞার ন্যায় বলিতেছ, হায়!!! হায়!!! আমি একতঃ কুলাঙ্গনা, তাহাতে বিপ্রবধূ হইয়া তোমার মতে জাঙ্গলিকী (বিষবৈদ্য) হইলাম। আমার যদুপুরে বিখ্যাত পিতৃকুল এবং কাশীপুরে বিখ্যাত শ্বশুর কুল ভূলোকে কাহার বিদিত নাই, তুমি আমার সেই দুই কুল কলঙ্ক-পঙ্কে ডুবাইয়া দিয়া কি স্নেহের কার্য্য করিতেছ, তাহা বুঝিতে পারিলাম না?

জরতী জটিলা কহিলেন—হে গুণবতি! আমি তোমার পাদপদ্ম যুগলে পতিত হইলাম, তুমি আমার বধূকে বাঁচাইয়া নিজ পাদপদ্ম ধূলিদ্বারা আমাকে কিনিয়া লও, আর কি বলিব।

বিদ্যাবলি কহিলেন, অয়ি! ব্রজস্থে জরতি! তুমি আমাদের ব্রাহ্মণ কুলের রীতি অবগত নহ, বিপ্রবধূগণ, গোপালিকাদিগের ন্যায় গৃহে গৃহে ভ্রমণ করে না, তুমি কি জান না? যাহার তাহার গৃহে যাইলে বিপ্রবধূদিগের আভিজাত্য বিলুপ্ত হয়?

গার্গী কহিলেন—ভগিনি! বিদ্যাবলি! তুমি শ্রুতি স্মৃতি প্রোক্ত বিহিত ও নিষিদ্ধ সকল বিষয় অবগত হইয়া যখন

আভিজাত্য প্রকাশিয়া ব্রজস্থিত সজ্জনে অবজ্ঞা করিতেছ? তখন তোমার পারমার্থিকী দৃষ্টি নাই, ব্রজস্থিত কীর্ত্তিদয়া যুক্ত যে সকল গোপী ও বৃষভানু তুল্য তেজস্বী যে সকল গোপ, তাহাদের তত্ত্ব ও আভিজাত্য ও বিষ্ণুভক্তি তুমি জান না, কাশী-বাসি ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুবর্হিমুখ, তোমার শ্বশুর শাশুরী প্রভৃতিকে আমি ভালরূপে জানি, কাশীপুরীতে বাসও বিষ্ণুবর্হিমুখ শ্বশুরাদির সঙ্গদোষে তোমার বুদ্ধি অতি কঠোর হইয়া গিয়াছে।

বিদ্যাবলী কহিলেন—হে ভগিনি! হে আর্য্যে! আমি তোমার নিতান্ত আশ্রিতা, আমার প্রতি কোপ করিও না, শান্ত হও, তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব, কিন্তু আমার একটী দারুণ শঙ্কা আছে, তন্নিমিত্ত আমি প্রথমতঃ তোমাদের বাক্য অনুমোদন করিতে পারি নাই, আমাদের মথুরাপুরে ও কাশী-পুরে এই কিম্বদন্তী শুনিয়াছি, নন্দের যথেচ্ছাচারী, এক বীর পুত্র আছে, সে অত্যন্ত লম্পট, ব্রাহ্মণ জাতিকেও ভয় করেনা, সে যদি ব্রজনারী গণের ন্যায় আমার প্রতি পথ মধ্যে লোভদৃষ্টি করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিব, কিন্তু কখনও পবিত্র কুলদ্বয় কলঙ্কিত করিব না।

গার্গী কহিলেন—হে ভগিনি সে বিষয়ে তোমার কোন ভয় নাই, আমি তোমার সহিত যাইতেছি, তাহাতে বিদ্যাবলি সম্মত হইয়া গার্গী প্রভৃতির সঙ্গে গমন করিলেন।

পথিমধ্যে বিদ্যাবলি জটিলাকে কহিলেন, হে জরতি! মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা গরল নাশ হয়, মন্ত্র আমার কণ্ঠে আছে, এবং যে ঔষধ আমি দিব, তাহা দন্ত পিষ্ট (অর্থাৎ চর্ব্বিত),

মন্ত্রপূত তাম্বুল বীটী মাত্র, হে আর্য্যে! তোমার বধূ, তাহা ভক্ষণ করিতে ঘৃণা করিবে কি?

জটিলা কহিলেন—আমার সেই সুশীলা বধূ, ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি স্বাভাবিক ভক্তিমতী, অতএব তোমার চর্ব্বিত তাম্বুল বীটি ভক্ষণ করিবে, ইহা কি বিচিত্র কথা।

গার্গী কহিলেন—ঔষধাদিতে ভক্ষাভক্ষ্যের বিচার নাই, রাজাও ভূদেব কুলের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া থাকেন, অন্য জাতির সম্বন্ধে কা কথা।

বিদ্যাবলি গৃহে প্রবেশ করিলে, পুত্রের সহিত, জটিলা তাঁহার চরণ ধৌত করাইয়া সেই জল নিজ বধূর মুখে নয়নে মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, হে স্নুষে! ভাগ্যক্রমে ভূজঙ্গ-বিদ্যা-নিপুণা-গর্গের তনয়া আসিয়াছেন, ইনি অঙ্গস্পর্শ করিয়াই বিষ ব্যাধি হইতে তোমাকে মুক্ত করিবেন, এবং তাম্বুল বীটিকা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দন্তদ্বারা চর্ব্বন করিয়া তোমার মুখে প্রদান করিবেন, আমার মাথার দিব্য, তুমি কদাচ ঘৃণা করিও না।

এই কথা শ্রীরাধিকাকে বলিয়া বৃদ্ধা জটিলা বিদ্যাবলিকে গৃহের ভিতরে লইয়া যাইলেন, বিদ্যাবলি বসনাবৃতাঙ্গী শ্রীরাধিকাকে অবলোকন করিয়া জটিলাকে কহিলেন—হে জরতি! তোমার বধূর পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যে বসনে আবৃত রহিয়াছে, তাহা অগ্রে উদ্ঘাটন কর, আমি ভুজঙ্গ মন্ত্র জপ করিয়া পদতল হইতে ঊর্দ্ধগাত্রে হস্ত চালন করিব, যে অঙ্গ অবধি বিষ আরোহণ করিয়াছে, তাহা হস্ত চালন দ্বারা জানিয়া সেই অঙ্গে মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ শূন্য করিব।

ইহা শ্রবণে জরতী জটিলা শ্রীরাধার অঙ্গাবৃতি বস্ত্র উত্তারণ করিলে বিদ্যাবলি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হস্ত চালন করিতে লাগিলেন, বিদ্যাবলির পানি শ্রীরাধার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া ক্রমশঃ বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত চলিয়া আর কোনরূপে ঊর্দ্ধে গমন করেনা, বিদ্যাবলি বক্ষঃস্থল অবধি বিস উঠিয়াছে, বলিয়া মুহুর্মুহু গাড়ুর মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বক্ষঃ ঘট্টন করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন হে বৃদ্ধে! কি হইল কোনরূপে বিস নিবারণ হয় না, কি করিব ?

বৃদ্ধা কহিলেন—হে বিদ্যাবলি! যে ঔষধ বধূর মুখে দিতে চাহিয়াছিলে, তাহা ভোজন করাও, এখনই বিষ নামিয়া যাইবে।

বিদ্যাবলি কহিলেন, হে বৃদ্ধে আমি বারে বারে তোমার বধূর মুখে মন্ত্র পাঠ করিয়া ঔষধ প্রক্ষেপ করিতেছি, তথাপি বৈবর্ণ্যবতী তোমার বধূ, কাঁপিতেছে, ও ঘন ঘন নিশ্বাষ পরিত্যাগ করিতেছে, অতএব এই চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় পুনরায় অন্য প্রকার চিকিৎসা করিতে হইল, এখন সকলে বাহিরে যাও, আমি এই গৃহ কাপাটের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া সর্প মন্ত্র জপ করিব, এক মূহুর্ত্ত মধ্যে যে সর্প তোমার বধূকে দংশন করিয়াছে, তাহাকে আনিয়া তাহার সহিত আলাপ করিব, হে জরতি! তিল মাত্রও চিন্তা করিও না, তোমার বধূকে আমি জীবিত করিতেছি, একাগ্র চিত্তে হইয়া মন্ত্র জপ পূর্ব্বক তিন ঘটিকার পরে সকল দেখাইতেছি।

তাঁহার পরে গার্গীও সকলকে অন্য গৃহে যাইতে কহিলেন, সকলে তাহাই করিলেন, গোপিকাগণ বিদ্যাবলির

বাক্য এবং সর্পের বাক্য অন্য গৃহ হইতে শ্রবণ করিতে লাগিলেন; কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ, দুই প্রকার স্বর অবলম্বন করিয়া এক স্বরে বিদ্যাবলির বাক্যের ও অন্য স্বরে সর্পের বাক্যের অনুকরণ করিতে লাগিলেন; সখীগণ, তাহা অবগত হইয়া যুগপৎ কৌতুক সমুদ্রে এবং আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন হইলেন।

প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ, বিদ্যাবলির স্বর অবলম্বন করিয়া কহিলেন—হে সর্পরাজ! কোথা হইতে আসিতেছ?

সর্প স্বর। কৈলাস হইতে—

বিদ্যাবলি স্বর। কাহার নিদেশে—

সর্প স্বর। চন্দ্রার্দ্ধ মৌলির আদেশে

বিদ্যাবলি স্বর। সে আদেশ কি?

সর্প স্বর। জটিলা পুত্র অভিমন্যুকে ভক্ষণ কর—

বিদ্যাবলি স্বর। অভিমন্যুর অপরাধ কি?

সর্প স্বর। কিছু নহে, কিন্তু তাহার মাতার দুর্ব্বাসা মুনিবরের নিকটে দুইটি অপরাধ আছে

বিদ্যাবলি স্বর। অভিমন্যুর মাতাকে কেন দংশন করিলে না?

সর্প স্বর। বিষানল অপেক্ষা অতীব তীব্র পুত্র-শোকানলের তীব্রদাহ অনুভব করাইবার জন্য তাহাকে দংশন করি নাই।

বিদ্যাবলি স্বর। অভিমন্যুকে ত্যাগ করিয়া তাহার জায়াকে দংশন করিলে কেন?

সর্প স্বর। দুর্ব্বাসা মুনিবরের বরে পরম সাধ্বী রাধার প্রভাবে, তাহার পতি অভিমন্যুর কোন বিঘ্ন হয় না, একারণ

তাহার জায়াকে দংশন করিয়া সর্ব্বাগ্রে জীবন হীন না করিলে অভিমন্যুর মরণ হইবে না, বলিয়া অদ্য শ্রীরাধাকে দংশন করিলাম, আগামী কালি প্রভাতে অভিমন্যুকে দংশন করিব, বৃদ্ধা জটিলার পুত্রশোকে এবং নিরূপমা পুত্রবধূর শোকে শেষ আয়ু যাহাতে দগ্ধ হয় তাহাই করিব।

বিদ্যাবলি স্বর। হে সর্পেন্দ্র! হর-স্বরূপ-দুর্ব্বাসার নিকট জরতীর কি অপরাধ হইয়াছে?

সর্প স্বর। দুর্ব্বাসার জন্ম যে শম্ভুর অংশে, সেই শম্ভুর ইষ্টদেব-নন্দনন্দনে বৃদ্ধা, মিথ্যা কলঙ্ক আরোপন করে, এবং নিজ বধূ নিরোধ করিয়া আজি তাঁহার ভোজনে বাধা দিয়াছে, এই দুই অপরাধে পুত্র বধূ ও পুত্রশোকে ব্রজপুরে নিজ কন্যার সহিত সর্ব্বকাল রোদন করুক।

ইহা শুনিয়াই বৃদ্ধা, ফুৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন—“হা পুত্র! হা প্রাণসমে! স্নুষে! তোমরা চিরায়ু হইবে, ইহা কি আর আমি শুনিতে পাইব,” ইহা বারে বারে বলিয়া পরে কহিলেন—“হে বিদ্যাবলি! আমি তোমার চরণে ধরি, সর্প রাজে প্রসন্ন কর, কখনও বধূকে রোধ করিব না, বধূ নন্দালয়ে গমন করিয়া রন্ধন করিয়া প্রতি দিন শ্রীকৃষ্ণে ভোজন করাইবে, এবং পাকান্তে আমার বধূ আমার গৃহে আসিবে, আমি দুর্ব্বাসা মুনিবরে শত শত নমস্কার করিয়া কহিতেছি, “হে মুনিবর! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি একে জরাতুরা বলিয়া মন্দ বুদ্ধি, তাহাতে আবার সর্ব্বত্র বাতুলী (পাগল) বলিয়া বিখ্যাতা, আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না, আমার

এই কন্যা কুটিলা, বড় মন্দ বুদ্ধি, সুশীলা-বধূকে সদা অকারণ যন্ত্রণা দেয়"।

মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া কুটিলা, ধরণী পতিত হইয়া সর্প রাজের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া শোক করিতে করিতে কহিতে লাগিল, "হে সর্পেন্দ্র! ক্ষমা কর, আমার ভ্রাতাকে দংশন করিও না, বধূকে কদাপি রোধ করিব না, এবং পরীবাদ দিব না, এখন অবধি যেখানে অভিলাষ হইবে, সে খানেই বধূ যাইবে।"

সর্প স্বর। "হে সমাগত গোপীগণ! তোমরা আমার বচন শ্রবণ কর, আমি শম্ভুর শপথ করিয়া কহিতেছি, শ্রীরাধা পরম সাধ্বী"। (জটিলার প্রতি) "হে বৃদ্ধে জটিলে! আমি যেরূপ শম্ভূর শপথ করিয়া শ্রীরাধার সাধ্বীত্ব কহিলাম, এইরূপ তুমিও তোমার পুত্রের মস্তকের শপথ করিয়া কহ,— "ইহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাষ হইয়াছে"।

এই কথা শ্রবণ করিয়া জটিলা শপথ করিয়া কহিলেন, হে অহীন্দ্র! তোমার বচনে আমার প্রগাঢ় প্রতীতি হইয়াছে, আমি কখনই বধূকে রোধ করিব না, আমাকে তুমি এই বর প্রদান কর, আমার পুত্র ও পুত্রবধূ চিরজীবী হউক।

সর্প স্বর। অয়ি! জরতি! তোমার প্রতি এক্ষণে আমি সম্পূর্ণ প্রসন্ন হইলাম, তুমি দুর্ব্বাসা মুনিবরে পূজন করিয়া ভোজন করাও, আমি সম্প্রতি রাধার অঙ্গ হইতে গরল গ্রহণ করিয়া কৈলাসে চলিলাম, হে বৃদ্ধে! যদি কৃষ্ণপরীবাদ নিজ-বধূকে প্রদান কর, তাহা হইলেও তোমার উপর আমি কোপ করিব না, কিন্তু আজি যেরূপ রোধ করিয়াছিলে এইরূপ রোধ

যে দিন করিবে, সেই দিনই রোষ-বশতঃ তোমার পুত্র ও পুত্র বধূকে এক সময়ে দংশন করিয়া সংহার করিব।

বিদ্যাবলি স্বর। ভোঃ ভোঃ গোপিকাগণ! তোমরা পরমানন্দ লাভকর, সর্পরাজ, রাধাঙ্গ হইতে বিষ গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন, এবং বৃষভানু নন্দিনীও নিরাময়া হইয়াছেন, ইহা বলিয়া কপাট উদ্ঘাটন করিলে সকলে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্রীরাধিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অয়ি! রাধে! এখন তুমি কেমন আছ?"

শ্রীরাধা কহিলেন—এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি, আর অনুমাত্রও তাপ নাই, ইহা শুনিয়া বিদ্যাবলির চরণ যুগে সকলে প্রণাম পুর্ব্বক স্তুতি করিতে লাগিলেন,—"হে বিদ্যা বলে! তোমার বিদ্যা ধন্যা, এবং কীর্ত্তি ধন্যা, এবং শ্রীরাধিকাকে জীবিত করিয়া প্রচুর পুণ্য লাভ করিয়া তোমার আয়ুঃ ধন্য হইয়াছে।

তদনন্তর কুটিলা, নিজ জননীর কর্ণ সমীপে ধীরে ধীরে কহিল, "হে জননি! বিদ্যাবলিকে শ্রীরাধার হার পারিতোষিক দেও," জটিলা কহিলেন—হে পুত্রি! কেবল হার কেন? শ্রীরাধার সমস্ত অলঙ্কার বিদ্যাবলিকে প্রদান করিতে হইবে, পরে শ্রীরাধাকে কহিলেন—"হে স্নুষে! তুমি প্রসন্ন হইয়া নিজের সমস্ত অলঙ্কারগুলি ইহাকে স্বহস্তে পরাইয়া দেও, ব্রজেশ্বরী, ও তোমার জননী, অবিলম্বে অনেক আভরণ তোমাকে প্রদান করিবেন" ইহা শ্রীরাধিকাকে কহিয়া বিদ্যাবলিকে কহিলেন—হে বিদ্যাবলে! আমার বধূ তোমাকে স্বহস্তে নিজের আভরণগুলি পরিধাপন করাইবে, তুমি "গ্রহণ করিব না," বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিও না, নিরবে রহিও।

তাহার পর শ্রীরাধা স্বহস্তে বিদ্যাবলি-রূপি-কৃষ্ণে বসন ভূষণ পরাইতেছেন, ও মনে মনে কহিতেছেন,—"যিনি প্রাণ-সমা সখীদিগের সম্মুখেও বাম্য বিদূরিত করিয়া আমাকে দাক্ষিণ্যবতী করিতে পারেন নাই, অহো!!! সেই আমার প্রাণ-কোটি হইতেও পরম প্রিয়তম ব্রজরাজকিশোর শাশুরী ও ননদিনীর সম্মুখে নির্ব্বিবাদে আমাকে অদ্য উপভোগ করিলেন; আমি অদ্য বাম্য করিতে অবকাশ পাইলাম না, কেবল দক্ষিণা ছিলাম, যাহা হউক অদ্য আমার এই জন্মের সাধ পূর্ণ হইল; যেহেতু প্রিয়তমের চর্ব্বিত তাম্বুল মুহুর্মুহু ভক্ষণ করিয়াছি, আমি যে শাশুরী ও ননদিনীকে এতদিন বৈরিনী জানিতাম, অদ্য তাঁহারা আমার প্রাণকান্তের পদে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে আনিয়া আমার সহিত মিলিত করাইয়া আমার বাঞ্ছা পূর্ত্তি করিয়াছেন, আমার সেই শ্রীযুক্তা শাশুরী ও ননন্দার চরণে অবিচ্যুতা ভক্তি যেন থাকে; আজি আমি রহোলীলার পশ্চাৎ শ্রীযুক্তা শাশুরীর আদেশে তাঁহার সম্মুখে প্রাণবল্লভে বিভূষিত করিলাম, হে ধন্য বিধে! আমি তোমাকে স্তুতি করিতেছি, অহো! এই পরম সুখের কথা কোথায় কাহার নিকট কহিব"।

বিদ্যাবলি অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া গার্গী ও জটিলাকে কহিলেন—হে ভগিনি! হে আর্য্যে! রাত্রি নিশীথ হইতে অধিক হইয়াছে, এখন তোমাদের "কি নিদেশ পালন করিব" তাহা বল, হে আর্য্যে! শীঘ্রই আমরা দুই ভগিনী গৃহে যাইব,

জটিলা কহিলেন—হে গার্গি! হে বিদ্যাবলি! তোমরা

হঠ করিয়া এত রজনীতে কিরূপে নিজ গৃহে যাইবে; আমার গৃহে সুখে নিদ্রা যাও।

গার্গী কহিলেন—জটিলে অবশ্যই তোমার বচন পালন আমরা করিব; আমাদের চিত্ত হইতে খল সর্প জাতির বিষ গন্ধ সম্ভাবনা এখনও বিদূরিত হয় নাই, অর্থাৎ কৃষ্ণ ভূজঙ্গ দষ্টদিগের বিষ-বিক্রম নিবৃত্ত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়া থাকে; অতএব মান্ত্রিকের নিকটে থাকা প্রয়োজন।

কন্যার সহিত মিলিত হইয়া জটিলা কহিলেন—"হে গার্গি! মন্ত্রবিজ্ঞা বিদ্যাবলি বলভীর উপরি বধূসহ কুসুম শয়নে অদ্য শয়ন করুক"।

জটিলার নির্দেশে বিদ্যাবলি-রূপি-শ্রীকৃষ্ণ, রাধাসহ বল-ভীর উপরি কুসুম শয়নে বিচিত্র বিবিধ বিলাসে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

ইত্থং বিলাসরসিকৌ রত-সিন্ধু চারু-
হিল্লোল-খেলন-কলাঃ কিল তেনতু স্তৌ।
প্রেমাব্ধি-কৌতুক-মহিষ্ট-তরংগ-রংগে
সখ্যঃ সুখেন ননৃতু র্ন বিরামমাপুঃ।

এই প্রকারে বিলাস রসিক রাধাকৃষ্ণ, রতসিন্ধুর চারু হিল্লোলে খেলন কৌশল বিস্তার করিলেন, এবং প্রেমসাগরের মহা কৌতুক তরঙ্গ রূপ রঙ্গস্থলে সখী সকল নাচিতে লাগি-লেন, তাঁহারা সেই নৃত্য হইতে বিরত হইলেন না।

ইতি চমৎকার চন্দ্রিকায়াং তৃতীয় কুতূহলং।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা।

—◯:⁕:◯—

চতুর্থ কুতূহল।

একদিন শ্রীরাধিকা মহামানিনী হইলেন, শ্রীহরি সামাদি বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও কোন প্রকারে প্রসন্ন করিতে পারিলেন না। পরে নিজ ভাতৃজায়া কুন্দলতার সহিত নিভৃতে মন্ত্রণা করিয়া বসন ভূষণ পরিধান করিয়া নারীবেশ ধারণ পূর্ব্বক কোকিল বিনিন্দিত মঞ্জুস্বরে কথা কহিতে কহিতে জটিলা গৃহাভিমুখে গোপনে চলিলেন। চলিয়া যাইবার সময় শ্রীচরণে ভুবনমোহন মণি-নূপুর বাজিতে লাগিল, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, দূর হইতে কুন্দলতার সঙ্গে অপরূপ রূপসী রমণীকে দেখিয়া মোহিত হইলেন, এবং অদৃষ্ট চর অদ্ভুততম সৌন্দর্য্য দেখিয়া আলীবৃন্দও বিস্মিত হইলেন।

শ্রীরাধিকা কুলন্দতাকে হর্ষভরে কহিলেন, হে কুন্দলতে! আইস আইস, অদ্য অকস্মাৎ অসময় কি জন্য আসিলে, তোমার সঙ্গিনী এ রমণী কে? এবং কোথা হইতে আসিয়াছে? ইহার নামই বা কি? তাহা বল।

কুন্দলতা কহিলেন—হে রাধে! ইঁহার নাম কলাবলী, তোমার গুণ কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া মথুরা হইতে এখানে আসিয়াছেন, গানের দ্বারা বৃহস্পাতিকেও ইনি জয় করিতে পারেন: অধিক কি বলিব, তুমি গান করিয়া ইঁহার গুণ স্বয়ং অবগত হও।

শ্রীরাধা। সখি! কুন্দলতে! ইনি গান বিদ্যা কাহার নিকট শিখিয়াছেন?

কুন্দ। সখি! রাধে! দেবরাজ ইন্দ্রের গুরু বৃহস্পতির নিকট

শ্রীরাধা। ইনি কোথায় তাঁহার দর্শন পাইলেন?

কুন্দ। শ্রীরাধে! বৃহস্পাতি, মাথুর বিপ্রগণের আঙ্গিরস * সত্রে অমরপুরী হইতে আসিয়া একমাস পরমাদৃত হইয়া মথুরা নগরীতে বাস করিয়াছিলেন, সেই সময় এক দিন সভামধ্যে একটি গান করিয়াছিলেন, হে সখি! রাধে! এই মেধাবতী সেই দুরুহ গীত ধারণা করিয়া পর দিন কোন রহঃস্থলে সেই স্বরে সেই তাল মানে গান করিতেছিলেন, অমরগুরু শুনিয়া বিস্মিত হইয়া এক জন মাথুর ব্রাহ্মণে কহিয়াছিলেন,—"হে বিপ্র! এই রমণী অতি দুর্গম স্বর্গীয় গান একবার শুনিয়া ধারণা করিয়াছে, অতএব ইহাকে আমার নিকট আনয়ন কর," বৃহস্পতির আজ্ঞানুসারে ইহাঁকে সেই বিপ্র তাঁহার নিকটে লইয়া যাইলে তিনি কহিয়াছিলেন—"হে ধীমতি! তোমার অনুপমা মেধা, এবং পিকালি বিজয়ী কণ্ঠ, অতএব তোমাকে আমি গান্ধর্ব্ব-বিদ্যা শিক্ষা করাইব; অহো! তোমার মত কণ্ঠ, ও বুদ্ধি, মনুষ্যদিগের নাই, অধিক কি কিন্নরীদিগেরও নাই।

বৃহস্পতি এক মাস মধুপুরীতে ইহাকে সঙ্গীত অধ্যয়ন করান, এবং অমর নগরে প্রয়ান সময়ে ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া

---

* শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম, স্কন্ধে ২৩ অধ্যায়ে এই অঙ্গিরস সত্রের উপাখ্যান আছে।

তথায় এক বৎসর গানবিদ্যা শিক্ষা প্রদান করেন। ইনি অবনীমণ্ডলস্থ মধুপুরীতে গত কল্য আসিয়াছেন, অদ্য সায়ং-কালে ব্রজে আসিয়াই তোমার নিকট আগমন করিলেন; এখন তুমি ইহার গুণ পরীক্ষা কর।

শ্রীরাধা কহিলেন—হে ভাবিনি! কিছু গান কর,

কলাবলি কহিলেন—হে বৃন্দাবনেশ্বরি! কোন রাগ গান করিব।

শ্রীরাধা। প্রদোষে মালব রাগ গেয়,

কলাবলি। হে সুমুখি! কোন স্বর, ও কোন শ্রুতি গান করিব তাহা আদেশ কর,

শ্রীরাধা। হে সুন্দরি! বাত কফাদি দোষ বশতঃ কণ্ঠে শুদ্ধা শ্রুতি গান হয় না, কেবল বীণায় শ্রুতি শুদ্ধরূপে গান হইতে পারে, এই হেতু রাগ তান গমক স্বর জাতি তাল ও গ্রামের সহিত মধুর একটি গান কর।

কলাবলি কহিলেন! হে রাধে! তুমি বিনা ইহ জগতে গান বিদ্যা কে জানে? অতএব মিলিত শ্রুতি গান করিতেছি শ্রবণ কর, ইহা বলিয়া "তা-না-ন-না-ত-ন-ন" বলিয়া কেকি ও অলিবৃন্দ নিন্দি কণ্ঠস্বরে, গান করিতে লাগিলেন।

সেই গান রীতি শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধার প্রিয় সখীবৃন্দের নয়ন হইতে অশ্রু নিঃসৃত হইয়া নদী প্রবাহের ন্যায় চলিতে লাগিল, মধ্য সময়ে অশ্রুপাত বিরক্তি হইল, শেষ সময়ে অশ্রু করকা (শীল) হইয়া নয়ন হইতে ক্ষিতি পৃষ্ঠে ঠনৎ ঠনৎ শব্দ করিয়া পতিত হইতে লাগিল, এবং শ্রীরাধার মান-স্খলিত-হৃদয়-রূপ, অতিকঠোর-হীরক-মণিও দ্রবীভূত হইয়া গেল,

তন্নিমিত্ত শ্রীরাধা অতি বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন—"অয়ি কলাবলে! তোমার এই গান সুরপুরের সুধাকেও নিন্দা করিতেছে। হে কলাবলি! "তোমার গুণে আমি মোহিতা হইয়াছি, আমার মনে বড়ই সাধ হয়, তোমার মত গুণিনী রমণী আমার নিকটে সর্ব্বদা থাকে" তাহা হইলে, আমার এই জন্ম সকল হয়, হে গুণিনি কলাবলে! তোমার এই গুণের মহিমা গুণিবর-শ্রীনন্দনন্দনই বুঝিতে সমর্থ, হে সখি! তিনি যদি তোমার এই গান শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে তোমাকে নিজ কণ্ঠতটে হার করিয়া গ্রহণ করিতেন।

কুন্দলতা কহিলেন, হে রাধে! পরম-সাধ্বী কলাবলীকে এতাদৃশ অসদৃশ বচন বলিও না, যদি তোমার ইঁহার প্রতি স্নেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি স্বয়ং ইহাকে নিজ কণ্ঠতটে গ্রহণ কর, অন্যথা করিও না।

তাহার পরে বিদ্যাবলির গানে ও সৌম্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মোহিত হইয়া শ্রীরাধা পরার্দ্ধ মূল্যের পদক প্রদান পূর্ব্বক যেমন পরিরম্ভণ করিতে অভিলাষিণী হইলেন, সেই সময় ললিতা শ্রীরাধার কানে কানে বলিলেন, হে রাধে! কাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, এই তোমার সেই ধৃষ্ট নাগর, রমণীবেশে আসিয়াছে।

শ্রীরাধিকা কহিলেন, "হে সখি! ললিতে! হে বরবর্ণিনি! তুমি বিচার করিয়া সত্য সত্যই কহিয়াছ, কেবল পদক মাত্র দানে ইঁহার সমুচিত সম্মান হইবে না, অতএব সকল আভরণ প্রদান করিতে হইবে" তাহার পরে শ্রীরূপমঞ্জরীকে কহিলেন, হে রূপমঞ্জরি! আমার সম্মুখে ইঁহাকে প্রযত্ন পূর্ব্বক বিচিত্র

বসন পরিধাপন করাও, এবং পুরাতন কঞ্চুক উদ্ঘাটন করিয়া ইহার তুঙ্গ পয়োধর যুগলে, নবীন কঞ্চুক পরিধাপন করাও।

কুন্দলতা কহিলেন—হে সুমুখি! রাধে! ইহার অঙ্গ উদ্ঘাটন করাইও না, তাহা হইলে এই নবীনা বৈদেশিকী রমণী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইবে, অতএব তোমার ইহাকে যাহা যাহা প্রদান করিতে অভিলাষ হয়, তাহা প্রদান কর, ইনি গৃহে গিয়া পরিধান করিবেন, কিন্তু কখনই এখানে পরিধান করিতে পারিবেন না।

শ্রীরাধিকা কহিলেন—সখি কলাবলে! স্ত্রীসভায় স্ত্রীজাতি কখনই ভয় বা লজ্জা করে না, ইহা সর্ব্বদেশে অতি প্রসিদ্ধি আছে, সখি! তুমি আনন্দ শরণীতে অনুসরণ না করিয়া তাহাতে কেন স্বয়ং সংকোচ কণ্টক অর্পণ করিতে উদ্যত হইলে?

কলাবলি কহিলেন—হে রাধে! আমি মাল্য বসন আভরণ কিছুই গ্রহণ করিব না, হে মুগ্ধে! আমি গায়কের কন্যা নহি? তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাক, তাহা হইলে একবার মাত্র একটি পরিরম্ভণ প্রদান কর, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব, আমাকে অন্য ধন লুব্ধা বলিয়া জানিও না।

শ্রীরাধিকা কহিলেন—হে সখি! কেন বাম্য করিতেছ? বসন ভূষণ পরিধান কর, যদি ইহাতে অসম্মতা হও, তাহা হইলে আমরা বলপূর্ব্বক পরিধাপন করাইব, তুমি একাকিনী, আমরা বহু রমণী, তোমার আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্যমানই হইবার সামর্থ নাই, ইহা বলিয়াই সখীদিগকে কহিলেন, "হে সখীগণ! তোমরা সর্ব্বাগ্রে ইহাকে কঞ্চুক পরিধাপন করাও",

ইহা শুনিবা মাত্র দুই সখী পৃষ্ঠের ও স্কন্ধের কঞ্চুলিকার বন্ধন উন্মোচন করিলেন, অমনি বক্ষঃস্থল হইতে সুবৃহৎ কদম্ব-কুসুম নিপতিত হইল, শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দাসিগণ! কঞ্চুলী হইতে কি পতিত হইল, ইহা শুনিয়া শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি কিঙ্করীগণ, হস্ত তালি দিয়া হাঁসিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, বক্ষঃস্থল হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রভাগ যাহার ছিন্ন, তাদৃশ কদম্ব কুসুম পতিত হওয়ায়, লজ্জাবতী রমণীর অনুকরণ করিয়া বদনচন্দ্র অবগুণ্ঠন দ্বারা আবৃত করিলে, বৃষভানুনন্দিনী বিমুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণে পশ্চাৎ ভাগে রাখিয়া উপবেশন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের তদবস্থা বিলোকন করিয়া সখী কুলও, বিমুখ হইলেন, এবং তাঁহারা নাগরের তাদৃশ বিদুষকতা দেখিয়া সমুদিত হাস্য নিবারণের নিমিত্ত, নিজ নিজ বদন, বসন দ্বারা চাপিয়া রাখিলেও সশব্দ হাস্য নিবারণ করিতে পারিলেন না। শ্রীরাধা ও নিঃশব্দে হাঁসিতে লাগিলেন, পশ্চাৎ কৃষ্ণ ও কুন্দলতা হাঁসিতে লাগিলেন। এমন কি? তথায় মুহুর্ত্ত কাল হাস্য রস যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইল।

তদনন্তর কদম্ব কুসুমযুগলে সম্বোধন করিয়া সখীগণ কহিলেন, হে বৃহৎকদম্ব কুসুমযুগল! এই ভূমণ্ডলে তোমরাই ধন্য! যেহেতু তোমরা স্বতঃ কৈতব শূন্য হইয়া ধূর্ত্ত সমাশ্রয় করিয়া কৈতবযুক্ত হইয়াছিলে, অর্থাৎ তোমরা বৃক্ষের কুসুম, কোন ধূর্ত্ততা জাননা? কিন্তু এই ধূর্ত্ত তোমাদিগকে নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করায় তোমরাও রমণীর পয়োধররূপে দৃষ্ট হইয়া নিজ ধূর্ত্ততা প্রকটন করিয়াছিলে?

তাহা হইলেও পরিণামে আমাদিগকে হাস্য রস সাগরে নিমগ্ন করিয়াছ।

পরে কুন্দলতাকে কহিলেন—হে কুন্দলতে! তোমার সহচরীর লজ্জা কোথায় গেল?

কুন্দলতা। পাতাল তলে সলীলে কুন্দলতার সহিত ডুবিয়া গিয়াছে?

ললিতা। যদি কুন্দলতা নিজ সহচরীর লজ্জার সহিত ডুবিয়া মরিয়া থাকে, তবে তুমি কে?

কুন্দ। আমি তাহার ছায়া,

ললিতা। কুন্দলতে! তোমাকে বিগত ছায়া দেখিতেছি কেন?

কুন্দ। ইহার উত্তর দিতে আমার শক্তি নাই, তোমাদের বদনে বাগেদবী নৃত্য করিতেছেন?

ললিতা। হে কুন্দলতে! জন্মাবধি বৃহস্পতি শিষ্যার সহিত সপ্রেম সৎসঙ্গে, তোমার জিহ্বার মিথ্যা বাক্যের সহিত পরিচয় নাই, তুমি সাধ্বীগণে স্বধর্ম্ম অধ্যায়ন করাইয়া অতনু * কর্ম্ম করাইয়া থাক, তথাপি বাঞ্ছা পূর্ত্তি হইল না, বলিয়া দারুণ ব্যথা সহন করিতে হইল?

সখি কুন্দলতে! আজি তুমি আমাদের সখী-সভারূপ-আপনে (হট্টে) দূর হইতে বিবিধ যত্নে বিদ্যা আনিয়া বিক্রয় করিতে আসিয়াছিলে, হায়! হায়!! এ হাটে তোমাদের সে বিদ্যা বিকাইল না বলিয়া হাস্যাস্পদী ভূতা হইলে, আজ তোমরা বড়ই অশুভক্ষণে ঘরের বাহির হইয়াছিলে?

* অতনু—অনঙ্গ, ও মদন।

কুন্দলতা কহিলেন,—হে ললিতে আমি যদি এই আপনে (হাটে) আমার বিদ্যা বিক্রয় করিয়া অভিলষিত লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে কঞ্চুকী তোমার দিতে হইবে, নচেৎ আমি দিব, এই পণ থাকিল।

ললিতা কহিলেন,—অয়ি কুন্দলতে! শুষ্ক প্রসূন, কখন কোরকতা প্রাপ্ত হয় না, প্রাণ যাইলে, দেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না, দাম্ভিক ব্যক্তি বিদিত তত্ত্ব হইলে পূজা পায় না, (কৃষ্ণের প্রতি) হে স্বামিন্! আর প্রতিভা প্রকাশের প্রয়োজন নাই এখন প্রস্থান করিতে আজ্ঞা হউক।

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, পতিত কদম্ব কুসুম দ্বয় গ্রহণ করিয়া নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক জটিলা গৃহে গমন করিলেন। তথায় যাইয়াই ভূমিতলে পতিত হইয়া এতাদৃশ উচ্চৈঃস্বরে করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন, তাহা দ্বারা জটিলা আকুলা হইয়া খেদ করিতে করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পুত্রি! তুমি কে? কি জন্য রোদন করিতেছ? কোথা হইতে আসিতেছ? এই সকল কথা আমাকে বল, এবং লোচন জলে মলিন মুখকমল মার্জ্জন কর,

কলাবলি কহিলেন। হে আর্য্যে কি কহিব, কিছু কহিতে পারিতেছি না, আমি অতি অভাগা, আমার জন্ম ধিক, আমার তনুধিক্, আমার আত্মায় ধিক্ ধিক্, ইহাই কাঁপিতে কাঁপিতে অর্দ্ধ অর্দ্ধ অস্ফুট স্বরে বলিয়া কহিলেন—হে আর্য্যে! আমার বাস বৃষভানু ভূপনগরে, আমি শ্রীরাধার জননী কীর্ত্তিদার ভগিনীর কন্যা; রাধার সহিত বাল্যকাল হইতে আমার সুপ্রীতি, আমি বহুদিন পরে নিজ গৃহ হইতে উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল

হইয়া রাধিকাকে দেখিতে আসিলাম, রাধা আমার প্রতি ফিরিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না, কিছু বলিল না, আমাকে আলিঙ্গন করিল না, আমাকে দেখিয়া একবার কিঞ্চিৎ হাস্যও করিল না, এবং আদর করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করিল না, আমার আজন্ম সুহৃৎ রাধা যখন আমায় অনাদর করিল, তখন আমার এই প্রাণে প্রয়োজন নাই, হে আর্য্যে! আমি তোমার সম্মুখে তনুত্যাগ করিব, আর্য্যে! তুমি বিচার পূর্ব্বক অবধারণ কর আমার কোন্ দিন রাধার নিকট কি অপরাধ হইয়াছে, এবং শ্রীরাধাকে শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা কর—আমার প্রতি অকারণ কোপ করিল, কেন?

জটিলা, কলানিধির তাদৃশ করুণ স্বরে দ্রবীভূত হৃদয়া হইয়া কহিলেন—হে বৎসে! তুমি আশ্বস্তা হও, তোমায় দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমার কোন অপরাধ নাই, আমি এখনই চলিলাম, সকল সমাধান করিতেছি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিলাম, তোমাকে যাহাতে রাধা স্নেহ করে, আমি তাহা করিব, এবং তাহার দ্বারা তোমাকে আলিঙ্গন করাইব, তোমার সহিত তাহাকে আলাপ করাইব, এবং রজনীতে একত্রে তোমাদের দুই জনকে শয়ন করাইব। ইহা বলিয়া জটিলা নিজ বধূ নিকেতনে গমন করিয়া ললিতাকে বহিলেন—"হে ললিতে অধুনা বধূর এ কি স্বভাব হইল, তাহার পিতৃ নগর হইতে এই নিজ ভগিনী উৎকণ্ঠার সহিত দেখিতে আসিয়াছে, তাহাকে প্রীতির সহিত সম্ভাষণ করিল না"। (শ্রীরাধার প্রতি) হে সুযে! ঐ দেখ উঁহার নয়নজলে বসন ভিজিয়া যাইতেছে, ইহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত

হইতেছে, ইহার রোদন মলিন বদন বিলোকন করিয়া আমার হৃদয়ে করুণা উদয় হইতেছে, হে সুচরিতে! হে সদ্‌গুণ-পূর্ণে! হে স্নুষে ইহার প্রতি করুণা করিয়া ইহাকে ভালরূপে আলিঙ্গন কর, এবং কুশল জিজ্ঞাসা কর, কিছু প্রিয়বচন বল, ইহার হৃদয়ের ব্যথা দূর হইয়া যাউক, তুমিও ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার করিয়া প্রীতি লাভ কর, এবং আমাকেও প্রীতা কর।

শ্রীরাধা কহিলেন,—আর্য্যে! তুমি গৃহে গমন কর, যাহা আদেশ করিলে, আমি তাহাই করিব, আমি এখন শয়ন করিব, অতি বালিকা জনের বৃথাবাদে তুমি পতিত হইও না, অল্প বয়স্কা বালিকা সকল, অল্পদৃষ্টি, অল্পবুদ্ধি, সুতরাং ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের প্রসন্নতা ও ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে তোমার মত অপার বুদ্ধি প্রামাণিকীদিগের আগমন করা উচিত নহে।

জটিলা কহিলেন—হে স্নুষে! উত্থান কর, ইহার পর আর কোন কথা কহিও না, আমার মাথার দিব্ব দিলাম, তুমি নিজ ভগিনীকে কণ্ঠে গ্রহণ কর, ইহার সহিত একত্রে ভোজন কর, ও শয়ন কর, আমি তোমার গুরুজন, আমার বাক্য লঙ্ঘন করিও না।

শ্রীরাধা কহিলেন,—হে আর্য্যে! তুমি যদি প্রৌঢ়ির সহিত আমাকে আদেশ করিলে, তখন আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, এই রমণী, কুন্দলতাকে অত্যন্ত কটুতর বচন বলিয়াছে, তন্নিমিত্ত রোষ বশতঃ ইহার বদন আমি বিলোকন করিব না, কিন্তু কুন্দলতার প্রতি অধুনা এ, যদি প্রসন্ন হয়,

তাহা হইলে আমি ইহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তুমি যে আদেশ করিলে তাহা প্রতিপালন করিব।

কলাবলি কহিলেন—আর্য্যে! তোমার স্নুষা মিথ্যা কহিতেছে, কুন্দলতা আমাকে কটু বচন বলেন নাই, এবং আমি কুন্দলতার প্রতি কুপিত হই নাই।

শ্রীরাধা কহিলেন, কলাবলি! তুমি প্রামাণিকী আর্য্যার নিকট কেন মিথ্যা বলিতেছ? যদি তুমি কুন্দলতার প্রতি কোপ না করিয়া থাক, এবং যদি ইহার প্রতি প্রসন্না থাক, তাহা হইলে, আমাদের সকলের সম্মুখে কণ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাকে আলিঙ্গন কর।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ও কুন্দলতা নিরবে থাকিলে, মৃগনয়না শ্রীরাধা কহিলেন, হে আর্য্যে! তুমি বিচার করিয়া দেখ "আমার এবং কলাবলির মধ্যে কাহার কথা মিথ্যা" ইহারা দুই জন পরস্পরকে আলিঙ্গন করাইতেছে না কেন?

বৃন্দা কহিলেন—কুন্দলতে! যখন সহর্ষে এ নারী, তোমাকে আলিঙ্গন করিল না, তখন ইহাতে কোন কারণ বিশেষ আছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, আমার বধু সত্যই বলিতেছে,—"তুমি সমাগতা রমণীর উপর প্রসন্ন নহ" অয়ি! সুশীলে! হে কৌন্দি! তুমি যাহাতে ইহার উপর প্রসন্ন হও, আমি তাহাই করিব, আমি তোমার মাননীয়া হইয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিলাম, আমার মুখাপেক্ষা করিয়া ইহাকে আলিঙ্গন করিতে আইস, ইহাতে আর কোন কথা বলিও না, আমার মস্তকের শপথ।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুন্দলতা মৌনাবলম্বিনী হইয়া রহিলেন, তাহা দেখিয়া ললিতাদি সখীগণ কহিলেন—হে কুন্দলতে! আর্য্যা শপথ দিলেন, তাহাতে তোমার ভয় নাই, এ কুবুদ্ধি তোমার হইল কেন? আইস, ইহাকে আলিঙ্গন কর, ইহা বলিয়া সকল সখী এবং জটিলা ও কুটিলা, হরি ও কুন্দলতাকে আলিঙ্গন করাইলেন, সে সময় যদি তথায় বৃদ্ধা জটিলা না থাকিতেন, তাহা হইলে আলি-ততির হাস্যরস বিরত হইত না, তথাপি তাঁহারা বস্ত্রদ্বারা বদন রোধ করিয়া নিঃশব্দে হাঁসিয়া হাঁসিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

তদনন্তর বৃদ্ধা, নিজবধূ শ্রীরাধাকে কহিলেন—"হে স্নুষে! এখন নিজ ভগিনীকে প্রিয় বচনে সম্ভাষণ কর, এবং নির্ব্বিবাদে পরিরম্ভন কর" ইহা বলিয়া এক করে শ্রীকৃষ্ণ কর, এবং অন্য করে শ্রীরাধা-কর ধারণ করিয়া উভয়ে আলিঙ্গন করাইলেন। তাহাতে রাধাকৃষ্ণের আনন্দাশ্রু বিন্দু পতিত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া পুনরায় জটিলা কহিলেন—হে ভগিনিযুগল! এখন পরস্পরের পরিরম্ভনে তোমাদের যে আনন্দাশ্রু বিন্দুবর্ষণ হইতেছে, তাহা তোমরা পরস্পরের বসনাঞ্চলের দ্বারা দূর করিয়া পরস্পরে সুখী হও। এবং ভোজনান্তে এক শয্যায় শয়ন করিয়া প্রীতির সহিত রজনী অতিবাহিত কর, আমি এখন চলিলাম, ইহা বলিয়া বৃদ্ধা শয়ন করিতে গমন করিলেন, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ, প্রগল্‌ভতার সহিত সখীদিগকে কহিলেন—ভোঃ ভোঃ সখীগণ! আমার যে বিদ্যা বিগীত-তমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এখন তাহাই বিক্রয়

করিয়া অভিলষিত লাভ করিলাম, সুতরাং তোমরা আমার নিকট পরাজিত হইলে?

ললিতা কহিলেন, হে রসিক নাগর! সত্য সত্যই তুমি ভ্রাতৃবধূ উপভোগ করিয়া অভিলষিত লাভ ও প্রচুর পরিমাণে জয়লাভ করিয়াছ? এবং মর্য্যাদাভঙ্গ দ্বারা তোমাকর্ত্তৃক অর্দ্ধোপভুক্তা কুন্দলতার পূর্ণ মনোরথ হইতে যে কিছু অবশেষ আছে, তাহাও পূর্ণ করা হউক।

কুন্দলতা কহিলেন,—হে ললিতে! শুদ্ধ হৃদয় ভ্রাতা, ভগিনীকে, ও শুদ্ধ হৃদয় পিতা, তনয়াকে, কি আলিঙ্গন করেন না? তোমাদের আপাদমস্তক অনঙ্গ-শরে ব্যথিত, তজ্জন্য নিজ সম জগৎ দেখিয়া থাক? এই কথা অত্যন্ত ক্রোধের সহিত বলিয়া দ্রুতবেগে গৃহের বাহিরে গমন করিলেন, তাহা দেখিয়া একে একে সমস্ত সখী, কুন্দলতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য বাহিরে গমন করিলেন, কেবল যুব যুগলের (রাধাকৃষ্ণের) রক্ষক এক মাত্র কুসুম শায়ক থাকিল,

सभ्रू विभङ्ग-कुटिलास्य-सरोज-सीधु
माद्यन्मधुव्रत-विलास-सुसौरभानि ॥
संप्राप्य जाल-विवरेषु जघूर्णु रेव
प्रेष्ठालयः प्रतिपदम् प्रमदोर्म्मिपुञ्जे ॥

বহিঃস্থিত-প্রিয় সখীগণ, শ্রীরাধার ভ্রূভঙ্গ বলিত কুটিল বদন সরোজের মধুপানে মত্ত মধুসূদনের বিলাস সৌরভ প্রাপ্ত হইয়া জাল বিবরে নয়ন নিহিত করিয়া পরমানন্দ পয়োনিধির

[illegible]লে ভাসিতে ভাসিতে প্রতিপদে ঘূর্ণিত হইতে লাগি-
[illegible]।

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুর মহাশয় বিরচিত শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকায়াং
কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈত বংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি শ্রীরাধিকানাথ
গোস্বামি কৃত গৌড়ভাষান্তরিতায়াং চতুর্থ কুতূহলং।
সমাপ্তাচেয়ং শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা।